27
1726
Bengali

27

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI.

Call No.

Accession No. 1726

GIPNLK—7/DAND—5-9-60—15,000

1728

Shesher Dak in Bengali

শেষের ডাক

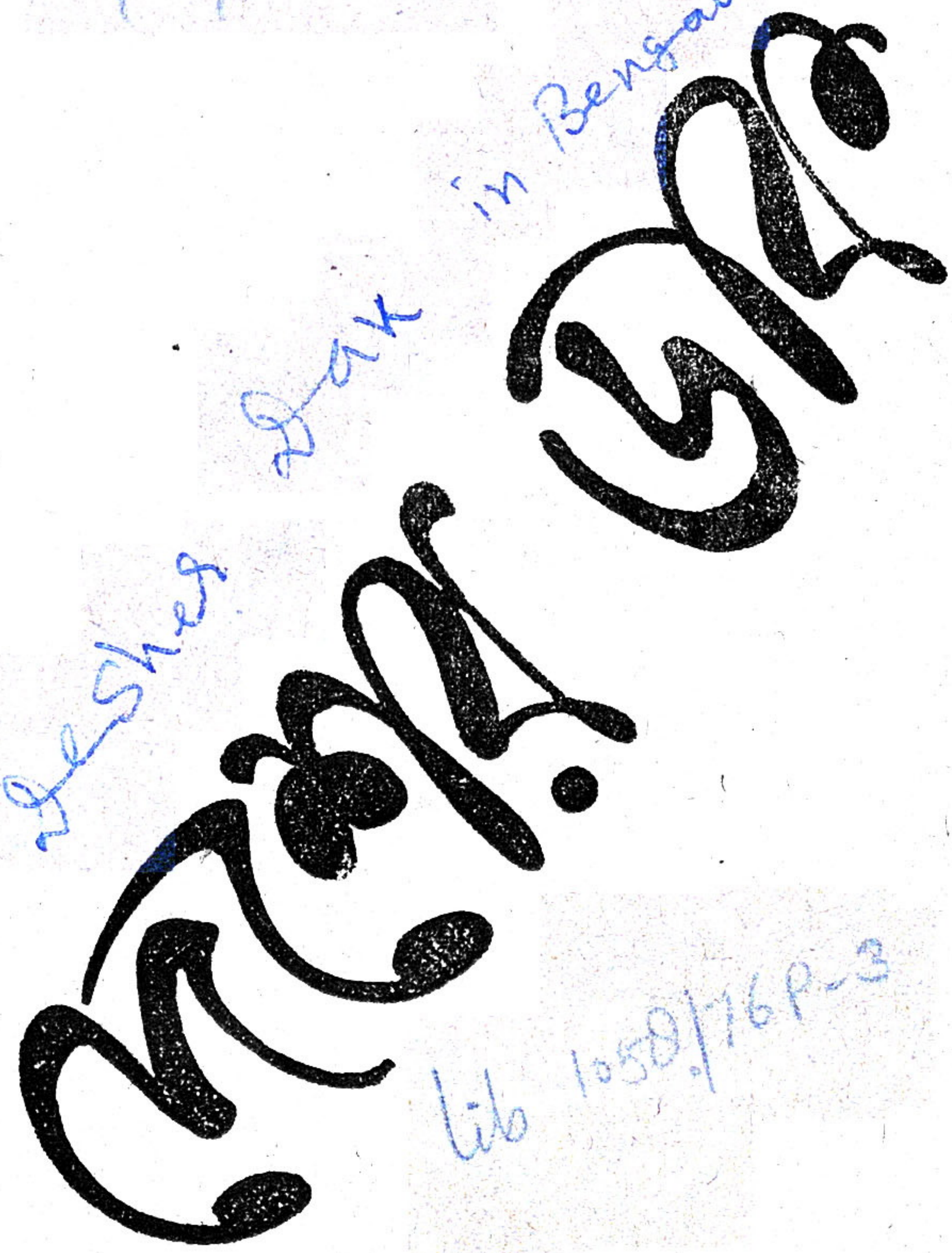

lib 1058/76 P-3

Shri Gyananjan neogi

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী

IMPERIAL RECORD
RECEIVED
27 MAY 1930
DEPARTMENT

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
No 1726
Date 22.1.72
GOVT. OF INDIA

আমাদের দেশ

আজ যখন দেশের দিকে তাকাই দেখতে পাই যে, ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। প্রত্যেকেই দেশের কথা অল্প-বিস্তর জান্‌তে ইচ্ছুক এবং দেশের মঙ্গলের জন্য একটু উৎসুক। নিজেদের অবস্থা ভাল করে বুঝতে হলে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিচার কর্‌তে হয় তাই চোখ খুলে যখন জগতের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মানী নিজ নিজ আভিজাত্য ও বিশিষ্টতা নিয়ে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমাদের দেশ—যে দেশ জগতের আদি সভ্যতার ক্রীড়া-ভূমি - সেই দেশ আজ নির্জ্জীব ও অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা ও সভ্যতার অতীত ইতিহাস যতই বিরাট ও মহান হউক না কেন আজ ভারত বিদেশীর শাসন ও শোষণে ব্যক্তিত্বহীন, মনুষ্যত্বহীন ও শক্তিহীন। **একবার চোখ খোল জগতের দিকে তাকাও**—প্রত্যেক দেশেই প্রত্যেকটী জাতি ঐশ্বর্য্যে ও আভিজাত্যে কত উন্নত হয়েছে। বিগত একশ বার বছরে আমেরিকা তার ধনরাশি ১৩০ গুণ পরিবর্দ্ধিত করেছে, জার্ম্মানী তার ধনরাশি ৯২ গুণ বাড়িয়েছে—ইংলণ্ড তার ধনরাশি ১০৫ গুণ পরিবর্দ্ধিত করেছে। কিন্তু সোণার ভারত তার ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ হারিয়ে আজ দুঃখ এবং দৈন্য, মহামারী ও মৃত্যুর ভিতরে দিন কাটাচ্ছে। আজ বাংলা আর সোণার বাংলা নেই। বাংলার

"স্ব-ভক্তি শ্রী বিনে লভয়ে মুকতি।"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব।

পল্লীতে পল্লীতে দুঃখ, দৈন্য এসে অভাবের সংসার হাজারে হাজারে সৃষ্টি করে।

বিদেশী শাসন

সোণার বাংলাকে আজ কাঙ্গাল করেছে।

আমাদের দেশ কি এমনই ফকীর ছিল? কাঙ্গাল ছিল? পুরাকালে ঐশ্বর্য্যের কথা ছেড়ে দাও—এই তো সেদিন আকবর বাদসাহের আমলে **ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা**—জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—আমার পিতা (আকবর বাদসাহের) রাজকোষ ধনরাশিতে পূর্ণ ছিল। একদা তাঁহার রাজকোষে কেবল স্বর্ণের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিতে তিনি খিলজি খাঁকে আদেশ করেন।

"স্বাধীনতা! আঃ কি অপূর্ব্ব বস্তু! ঐ ঐ স্বাধীন ফরাসীদেশের বিজয় নিশান (glorious flag)। হায়, কবে ভারত এই স্বাধীনতার স্বাদ পাবে?"

—রাজা রামমোহন রায়।

প্রপীড়িত (১৮৬৪ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৭ পাঞ্জাব দুর্ভিক্ষ, ১৮৬৯ উত্তর বাংলা ১৮৭৩ মান্দ্রাজ) কঙ্কালসার ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে ১৮৭৫এ বলেছিলেন "India must be bled white"—ভারতবর্ষকে শুষে নিঃশেষ করতে হবে। বিদেশ লুটে শুষে নিজেরা পুষ্ট হয়ে উঠব—এ মতলব তো নূতন নয়—সেই—১৬০০ সালে যখন প্রথম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হল তখন থেকেইত' এই লক্ষ্য ছিল যে—'ভারতের ব্যবসাগুলি হস্তগত করে নিজেরা সর্ব্বপ্রকারে বড় হয়ে উঠব,' তার প্রমাণ সার উইলিয়ম ডেভেনেণ্টের সাক্ষ্য। (১৬৮০)

"যে জাতি ভারতীয় বাণিজ্য হস্তগত করিবে, সেই জাতিই সমগ্র জগতে বাণিজ্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। আমরা যদি আমাদের ভারতীয় ব্যবসাকে তেমনি বাড়াইতে পারি, তাহা হইলে আমরা এত ঐশ্বর্য্য ও শক্তির অধিকারী হইব যে, ইংরাজ জাতি তাহার শক্তি লইয়া জগতে যে কোন জাতির সঙ্গে যুঝিতে পারিবে।"

তাই তো দেখতে পাই যখন জগতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে রোজ রোজ শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বাড়ছে কেবল ভারতবর্ষ একটী একটী করে তার বাণিজ্য হারাচ্ছে।

গেল তার—

তুলার ব্যবসা **নীলের চাষ**

চিনির কারবার।

যে ভারতবর্ষে একদিন এতবড় বিখ্যাত কাপড়ের ব্যবসা ছিল

"যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যাহাই হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে।"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

আজ সে বস্ত্রহীন। নীলের কারবার বিদেশীর করতলগত। চিনির কারবার আজ আমাদের পঙ্গু হয়েছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—সেই বাণিজ্য নষ্ট করে বিদেশী বণিকদল আজ আমাদের লক্ষ্মীছাড়া করেছে। শিখণ্ডীরূপ আমলাতন্ত্রকে সামনে রেখে বিদেশী বণিক ধনিকদল ষড়যন্ত্র ক'রে রাজ্য চালাচ্ছে। **এই আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র বিফল ক'রে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের আদর্শ।**

এই আমলাতন্ত্রের অধীনে মন্ত্রিত্বলাভে কিম্বা গোটা দু'চার মোটা মাইনের চাকুরী পেলে কি ভারতবাসী দেশকে আবার সোণার দেশ কর্‌তে পার্‌বে? দুরাশা মাত্র! **চাই—আমূল পরিবর্ত্তন!**

কেন? যে শাসনপদ্ধতি চোখের সামনে আমাদের নিঃস্ব করেছে তার ভরসায় দিন কাটালে দুর্গতি বাড়্‌বে বই কম্‌বে না। ইংরাজ তার ষোল আনা স্বার্থ বজায় রেখে ভারতকে পঙ্গু ক'রে রাজ্য চালাচ্ছে। আমাদের এক একটি বড় বড় ব্যবসাকে ধ্বংস ক'রে নিজেদের ব্যবসা ও সমৃদ্ধি গড়ে তুলেছে।

বিদেশী বণিকের স্বার্থ ভারতের **সোণার-কাঠি রূপার-কাঠি।** দেখ না চোখের সামনে—আমাদের এত বড় একটা **চিনির ব্যবসাকে** টুঁটি চেপে নিঃশেষ করে দিলে। ইংরাজের হিসাব মত দেখা যায় যে—

১৮৭৫	১৯২৫
ভারতবর্ষ ২০ কোটী মণ	৮॥০ কোটী মণ
জাভা ৩ কোটী মণ	১৪ কোটী মণ

ভারতবর্ষে

১৮৭৫ সালে ২৫৭টী চিনির কারখানা দুরন্তবেগে চলে প্রায় ২০ কোটী মণ চিনি প্রস্তুত করেছিল। চিরকাল ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী ছিল।

"গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী
আর কি ভারত সজীব আছে?" —হেমচন্দ্র।

আর আজ ভারতবর্ষ কাঙ্গাল। এখন মাত্র ৫১টী কল টিম্‌টিম্ করে চল্‌ছে।—গত ১৯২২ সালে আমরা ২৭ কোটী টাকার চিনি কিনে দিন কাটিয়েছি। **স্বাবলম্বী ভারতবর্ষকে কাঙ্গাল কর্‌লে কে ?**

বিদেশী আজ আমার পাতের নূন অবধি যোগান দিচ্ছে।

ভারতের তিন দিকে সমুদ্র আর এদেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূনের পাহাড়, আমাদের আবার নূনের অভাব ?

তবু ঘরে নূন থাক্‌তে পরের নূন খেয়ে
দিন কাটাতে বাধ্য আমরা।

লাখ মণ

	১৯১২	১৯১৫	১৯১৮	১৯২১	১৯২৪
দেশী	৩২৫	৪১০	৫১৯	৪০১	৩১০
বিলাতী	১৪৪	১৮	৮০	১৬৭	১৮২

আমাদের দেশে কোন দিনই নূনের উপর ট্যাক্স ছিল না—হিন্দুরাজত্বে বা মোগল রাজত্বে।

আজ জগতে আর কোন দেশে নূনের উপর ট্যাক্স নাই, আছে কেবল অভাগা ভারতবর্ষে।

বিদেশী বণিকদল এসে আমলাতন্ত্র-হাতী পোষা খরচ আমাদের

"পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস !"

—নবীন সেন।

ঘাড়ে চাপিয়ে, খরচ যোগানর জন্য নূনের উপর ট্যাক্স বসিয়েছে। গত বৎসর আমরা প্রায় ৮ কোটী টাকা নূনের উপর ট্যাক্স দিয়েছি।

গরীব ভারতবাসী
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
ট্যাক্স দেয়

স্বরাজ্যদল নুনের উপর ট্যাক্স কমিয়ে ভারত সভায় একটী প্রস্তাব পাশ করেছিলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড রেডিং বাহাদুর নির্ম্মম ভাবে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। আর কতদিন নীরবে এসব অত্যাচার সহ্য করবে?

এ দুঃখ ও অপমান দূর কর্‌তে হ'লে—
স্বরাজ পেতে হবে

যতই দেরী কর্‌বে—অবহেলা কর্‌বে—ততই একটার পর একটা ব্যবসায় হারাবে।

বৃটিশ-স্বার্থেই ভারত শাসিত, তাই জাতি
ধ্বংসের পথে যাচ্ছে।

প্রকৃতিদেবী ভারতবর্ষকে যথেষ্ট কয়লা দিয়েছেন, কেনার কোনও দরকার করে না তার, কিন্তু **"জগদ্ধিতায়"** আমরা যদি না কিনি ইংরাজের বাড়ন্ত কয়লার ব্যবসা চলে কি ক'রে?

কোটী মণ।

	১৯১২	১৯১৫	১৯১৮	১৯২১	১৯২৫
দেশী	৪৩	৪৬	৫৬	৪৬	৬৬
বিলাতী	২	১॥০	৫	২	১৩

"ঘুচাতে চাস্ যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান
দেশময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

আমাদের কয়লার কারবার বাঁচুক আর মরুক, বিদেশী তার কয়লা এনে বোম্বায়ের বাজারে, ভারতের বুকে ঢেলে দিচ্ছে ! এত লাঞ্ছিত ও নাকাল হয়ে, যে নেটাল ইংরাজ জয় করেছে, তার কয়লা ভারতবাসী কিন্‌বে না—তাকি হয় ? তাই সস্তা ভাড়ার ব্যবস্থা ক'রে জাহাজ জাহাজ কয়লা নিয়ে আস্‌ছে। ঋণ-জর্জ্জরিত করে গরীব ভারতবাসীর পয়সায় তৈয়ারী রেলে দেশী কয়লার চেয়ে, সস্তা ভাড়ায় বিদেশী কয়লা ভারতময় ছড়িয়ে আজ ভারতে হাহাকার এনেছে ! দেশী কয়লার খনিগুলিতে কান্নাকাটী পড়ে গিয়েছে—কেবা শুনে তাদের কাকুতি-মিনতি—ইংরাজের ব্যবসা তো বেশ বাড়ছে ? সয়ে সয়ে আমরা অসাড় হয়ে পড়েছি। আমরা প্রতিবাদ করার উৎসাহটুকুও হারিয়েছি। প্রতিবাদ কর্‌তে শেখ, ওগো, অবিচারের বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে দাঁড়াতে শেখ !

কংগ্রেস সব অবিচারের মূর্ত্ত-প্রতিবাদ

আর—

ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাণ্ডার।

কংগ্রেসে যোগ দাও

কংগ্রেসকে শক্তিশালী ক'রে তোল !

ধানের কথা

ভূলক্ষ্মী দয়া করে প্রতিবৎসর কেবল বৃটিশ ভারতেই গড়ে ৮০ কোটী মণ ধান দেন—২৫ বৎসর পূর্ব্বে ৮৬ কোটী মণ হতো। চীনদেশে হয় ৬৪ কোটী মণ। ৮০ কোটী মণে ২৬ কোটী ভারতবাসীর পেট ভরে

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি।"

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

খেয়ে দিন কাটে না, অথচ ৬৪ কোটী মণ দিয়ে প্রায় ৪০ কোটী চীনবাসী সুখে আছে কি ক'রে? জাপানে ৬ কোটী লোকের ১৫ কোটী মণে চলে; আর আমাদের?

ভারতবর্ষ	চীন	জাপান
৮০ কোটী	৬৪ কোটী	১৫ কোটী

ইংরাজের খাতায় লেখা আছে—১০ কোটী ভারতবাসী "In-sufficiently fed," পেট ভরে খেতে পায় না। ৪ কোটী লোক "lie

down with one meal a day." এক বেলা খেয়ে ঘুমায়—আর

'সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন?
স্বর্গ মর্ত্ত করে যদি স্থান বিনিময়
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।' —নবীন সেন।

প্রায় এককোটী লোক তিনমাস ধরে নাকি আমের আঁটী, কদম পাতা, আম পাতা সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটায়। কোন দেশে ও ভাই কোন্ দেশে? যে দেশে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী চাল হয় সেই দেশে, যে দেশেতে যত বড় চালের ছালা—সেই দেশেতে তত বেশী পেটের জ্বালা! তাই আমাদের যুঝ্‌বার লড়্‌বার শক্তি কমে গেছে!!

কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা, জ্বর-জাড়ী হবে না? পেটে ভাত নাই, রক্তে জোর আস্‌বে কোথা থেকে? রক্তে জোর না থাক্‌লে রোগ এসে তো কাবু কর্‌বেই! ১৯১৮ সালের ৫ মাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ৭২ লক্ষ লোক কেবল ভারতে মারা গেল—আর সারা দুনিয়ায় ৩৫ লক্ষ। কেন? পেটে ভাত নেই, রক্তে জোর নেই, কাজেই—যুঝ্‌বার শক্তি নেই। ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া এত যে শুনি ওর যে আর একটা নাম "Hunger disease"—খেতে না পেয়ে, না পেয়ে শক্তিহীন হ'লে যে জ্বর দেখা দেয়। কুইনাইনে কি খিদে মেটে? না কুইনাইনে 'vitality' জীবনীশক্তি আছে? **জীবনীশক্তি আছে খাবারে।** সেই খাবার যে যাচ্ছে সাগরপার।

বিগত ৫০ বৎসরে ভারতবর্ষে ২২টী দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং তাতে প্রায় ৩ কোটী লোক মারা গেছে! ভারতের দুর্ভিক্ষে কালা আদমী মরে—সাদা তো নয়। কাজেই প্রতিকার করার কোন দরকার আমলাতন্ত্র বোধ করেন না। এমন কি দুর্ভিক্ষ হলেও সেটা সহজে মান্‌তে চান্ না। ১৯০৩ সালে ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সময় মিঃ জ্যাক্‌সন বাঙ্গলার বুকে বসে লিখেছিলেন—"গাছে এখনও পাতা আছে এবং এ অঞ্চলের মেয়েদের এখনও বেশ্যা হতে হয় নি—অতএব এদিকে দুর্ভিক্ষ আছে বলা যায় না"। কি নির্ম্মম!

তাই মহাত্মা গান্ধী পুনঃ পুনঃ বল্‌ছেন, "পেটের ভাত ও পরণের

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে॥" —গোবিন্দদাস।

কাপড় যোগাড় কর। তাহা হইলেই স্বরাজ পেলে।”

ইংরাজেরা ভারতবর্ষের বিগত ইতিহাসের সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করে’ জোর গলায় বলেন যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষ চাষ আবাদ করুক। তথাস্তু! বলি তারই বা কি সুব্যবস্থা কর্‌ছেন? কৃষির উন্নতির জন্য সরকার বাহাদুর প্রতি তিন বিঘা জমির জন্য বচ্ছরে ৪৷৷০ পয়সা মাত্র খরচ করেন। গত বৎসর বিস্তৃত মার্কিন রাজ্যে বিঘা প্রতি ৩৷৶০ খরচ করা হয়েছে। দেখুন ব্যাপার কি? কালের যত্নে-রক্ষিত পুরাতন জঙ্গলগুলি কেটে বিদেশী বণিকদল সাবাড় করেছেন। In the early part of British rule, forests were rapidly destroyed—Production in India—page 41. পাহাড়ের গায়ে গায়ে ও গড়গুলিতে গাছ কমে যাওয়াতে মাটী আল্‌গা হয়ে গেছে। বর্ষার জলে মাটী ধুয়ে এসে নদীগুলিকে ভরে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবাধে চালিত রেল লাইনগুলি নদীগুলিকে কাবু করে—Flood, famine, fever—জ্বর, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি করেছে। ক্রমে ক্রমে নদীগুলির তেজও কমে গিয়ে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। তার উপর চাষের অন্যান্য আসল উপাদানগুলি দেশ থেকে দুরন্ত বেগে অন্তর্হিত হচ্ছে তার খবর রাখ কি?

প্রতি মিনিটে

১০ মণ হাড়

স্বরাজ মানে তোমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা।

স্বরাজ অর্থে হিন্দু মুসলমান মিলে যে নবীন জাতি গ’ড়ে উঠেছে, তাদের শুদ্ধ মনের সম্মিলিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত জীবন প্রণালী।

—দেশবন্ধু।

বিদেশে রপ্তানী হয়,

তা জান কি ?

—ঃ০ঃ—

প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মণ

খোল বিদেশে যায়।

—ঃ০ঃ—

প্রতি সেকেণ্ডে

দশ মণ

তৈলবীজ বিদেশে যায়।

—ঃ০ঃ—

প্রতি বৎসর প্রায়

পাঁচ লাখ

সুস্থ ও সবল গরু

বিদেশে

চালান হয়।

গোধন—জাতির মূলধন

সে কথা কি আমরা ভুলেছি ?

চূড়ান্ত বিলাসিতা ও কুশিক্ষার ফলে সহরমুখী ও সহরবাসী জমীদারগণ খরচের ঠেলায় প্রজার প্রতি ইঞ্চি জমির উপর কর বসিয়ে গোচারণভূমী শেষ করেছেন, গরু আজ খায় কি ? গোচারণভূমি কৈ ? ঘাস কৈ ? খড় কৈ ? খইল কৈ ? কাজেই দেশী গরু জন্মায় কম—

দুঃখী আমরা, চিরদুঃখী আমরা, দুঃখেই থাকিব তবু আর হাত পাতিব না।”

—মহাত্মা গান্ধী।

মরে বেশী এবং ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—বেশী চাষ কর্‌তেও পারে না। গরুর দুধ রোজ রোজ কমে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে প্রতি গরু গড়ে ১২ সের দুধ দিয়ে থাকে। আর বাংলায়—তিন পো। দুধের দাম বেড়ে যাচ্ছে—কি সহরে কি গ্রামে। আমাদের হুঁস নেই। কেন? হাতের কাছে বিদেশী বণিক বোতল ও টিন ভরে দুধের গুঁড়া দিয়ে দিয়ে আমাদের দুর্দ্দশা টের পেতে ও বুঝ্‌তে দিচ্ছে না। গত বৎসর প্রায় ১৷৷০ কোটী টাকার কন্‌ডেন্স মিল্ক, এলেনব্যারি গ্লাক্‌সো ইত্যাদি কিনেছি আমরা। বলি বিদেশী বণিক সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যা এনে দেয়—তাতে তারা ষোল আনা লাভ রেখে দেয়, না **"জগদ্ধিতায়"** বিনা লাভে আসল খাঁটী সারটুকু দেয়? ও সব খেয়ে শরীর নষ্ট—অর্থ নষ্ট আর ক'রো না।

ভগবতী ভগবানের সাক্ষাৎ দান—

তার সেবা কর, আবার ঘরে

ঘরে ভগবতীকে স্থান দাও!

স্বাস্থ্য—শ্রী—লক্ষ্মী

ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌বে

জাতি সবল হবে

গো রক্ষাই জাতি রক্ষা।

চাষ-দরদী আমলাতন্ত্র কৃষির উন্নতির জন্য দেশে তবে রাখলে কি? বন গেল নদী গেল, সার গেল, খোল গেল, গরু গেল। ও ভাই!

"ভারতের মণীষা স্মরণাতীত কাল হইতে মানব প্রকৃতির মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া তাহাকে ধর্ম্মের শাসনে, সমাজের বন্ধনে বাঁধিয়াও বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, ক্ষমা, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।"

—বিপিনচন্দ্র।

সব শুষে নিয়ে গেল, গিয়ে দেশের **কৃষির** সর্ব্বনাশ করেছে ; তার প্রমাণ—দেশীয় রাজ্য থেকে ওসব নিয়ে যাবার সুবিধা এখনও তেমন হয় নি । সেখানকার কৃষির অবস্থা দেখ আর বৃটিশ ভারতের অবস্থা দেখ।

ধানের আবাদ

বিঘা প্রতি ফলন

স্বাধীন ভারত	সাল	বৃটিশ ভারত
৭ মণ ২১ সের	১৯১০	৭ মণ ১৫ সের
৭ মণ ২৪ সের	১৯১৩	৭ মণ ৮ সের
৭ মণ ২৬ সের	১৯১৬	৬ মণ ৩৫ সের
৭ মণ ৩০ সের	১৯১৯	৬ মণ ২৫ সের
৭ মণ ৩৫ সের	১৯২২	৬ মণ ১০ সের
৭ মণ ৩৮ সের	১৯২৫	৫ মণ ৩৮ সের

—তফাৎ দেখুন—

গত কয়েক বৎসর মন্ত্রীর পর মন্ত্রী হয়ে ভায়ারা এসবের

কিছু প্রতিকার করতে পেরেছিলেন কি ?

মন্ত্রীর পিছনে আছে যে যন্ত্রী !

চাই আমূল পরিবর্ত্তন !

তার জন্য চেষ্টা কর—প্রস্তুত হও !

ভারতবর্ষকে আবার নূতন ক'রে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্য ভণ্ড-দরদী

"ছিন্নভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় ।" —সত্যেন্দ্রনাথ ।

আমলাতন্ত্র আজ কৃষিকমিশনের ব্যবস্থা করেছেন। কেন? ১৯১২ সালে যুদ্ধের আগে ইংরাজের কারখানায় তৈরী যত টাকার জিনিষ ভারতবাসী কিনেছিল আজ ১২ বৎসর পর তার চেয়ে বেশী তো কিন্‌ছেইনা বরং কম কিন্‌ছে। কাজেই প্রভুদের হয়েছে দুর্ভাবনা—এখন উপায়! ভারতের শতকরা ৭২ জনই কৃষক। এই কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করে তাদের একটু স্বচ্ছল করতে পারলেই বিলাতী জিনিষ দ্বিগুণ বিক্রি হবে এই মতলবেই কৃষি কমিশন এসেছে—ভারতের দুঃখে দরদী হয়ে নয়—"but to create a market for British products" আর এই চেষ্টা অল্প সময়ে সঠিকভাবে গুছিয়ে তুলবাব জন্যই **চাষালাটের** আগমন। এ-যুগের লীলা এখানেই শেষ হবে না। আমলাতন্ত্র দেখছে শুন্‌ছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের কথা ভারতের আকাশে বাতাসে ঘুরছে, আজ হোক কাল হোক এটা একটা প্রকাণ্ড ঈশানী মেঘের আকার ধরতে পারে কাজেই civil disobedience impossible করতে হবে। উপায়? ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করবার ছল্ ধরে মহকুমায় মহকুমায় Imperial Rural Bank-এর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়েছে। ভারতের কৃষকদল শতকরা ৯৩ জনই গরীব এবং ঋণগ্রস্ত। (There is hardly a village in British India which is not deeply, hopelessly in debt—Wilfrid Scawen Blunt)। বেসরকারী মহাজন ও দেশী লগ্নিকারদের হাত থেকে রক্ষা করার নামে যদি ভারতের কৃষক সম্প্রদায়কে Imperial Rural Bankএর কাছে ঋণী করা যায় তবেই ভারতের শতকরা ৭২ জনকেই সরকারী ঋণজালে আটকে কাবু করা গেল! দেশ কাকে নিয়ে Civil disobedience করবে? উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, মাষ্টার এদের দ্বারা যে টঁ্যাক্‌সই Civil disobedience হবে না তা ইংরাজের জানা আছে। আজ তাই আমলাতন্ত্র উপকারের নামে ঋণ দানের ফাঁদ

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষ।" —আচার্য্য জগদীশ।

পেতে জাতির "মজুদ সত্ত্বাকে" অসাড় করে Civil disobedience impossible করতে ব্যাকুল ও ব্যস্ত! সাবধান—সাবধান—চট্ ক রে ফাঁদে পড়োনা।

পাট

জগতে আর কোথাও পাট হয় না। পাট হয় কেবল বাংলাদেশে, আসামে এবং কিছু বিহারে। জার্ম্মাণী, আমেরিকা, ইংলণ্ড বহু অর্থ ব্যয় করে আজও কেমিকেল পাট তৈয়ারী করতে পারে নি। সমস্ত জগৎকে পাটের জন্য বাংলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়। পাট ছাড়া আজ জগৎ চলে না। চট, ছালা ছাড়া ব্যবসা চলে না। পাট ছাড়া কল কারখানা চলে না। পাট ছাড়া যুদ্ধের তোড়-জোড় হয় না—জাহাজ চলে না, রেল চলে না, এরোপ্লেন চলে না। **দুনিয়া অচল পাট ছাড়া।** এমন দরকারী যে পাট তা বিদেশী বণিক গড়ে মাত্র ৭।০ টাকা প্রতি মণ দিয়ে গত ৩০ বৎসর ধরে আমাদের কাছ থেকে কিনেছে। আমরাও বোকার মত বেচেছি। ক্রমে বিদেশী বণিকের দল বাংলায় ৮১টা পাটের কল গড়ে তুলেছে, গত ২০ বৎসর গড়ে শতকরা ২০৩৲ টাকা ডিভিডেণ্ট দিয়েছে। আর বাংলার কৃষক রৌদ্রে বৃষ্টিতে, কষ্টে সৃষ্টে কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে, পচা জল ও দুর্গন্ধে দিন কাটিয়ে বেচারারা বা পায় কত? গড়ে ৭।০ টাকা মণ। এতে কি

"যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে
হে মোর স্বদেশ
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।" —রবীন্দ্রনাথ।

দিন চলে? সে যে অভাবের তিমিরে ছিল ২৫ বৎসর আগে, এখনও তাই আছে। পেটের ভাতের যোগাড় না করে কাঁচা টাকার লোভে, চাষা পাটের চাষ করে, দিন যেতে না যেতে আবার ধার করে মরে। নিজের পেটে ভাত নেই, গরুর খাবার খড় নেই, চারিদিকে অন্ধকার। ঋণের দায়ে ফসল সস্তায় বেচে ফেলায় দুঃখের পর দুঃখ এসে তার ঘরে আড্ডা গেড়ে বসেছে।

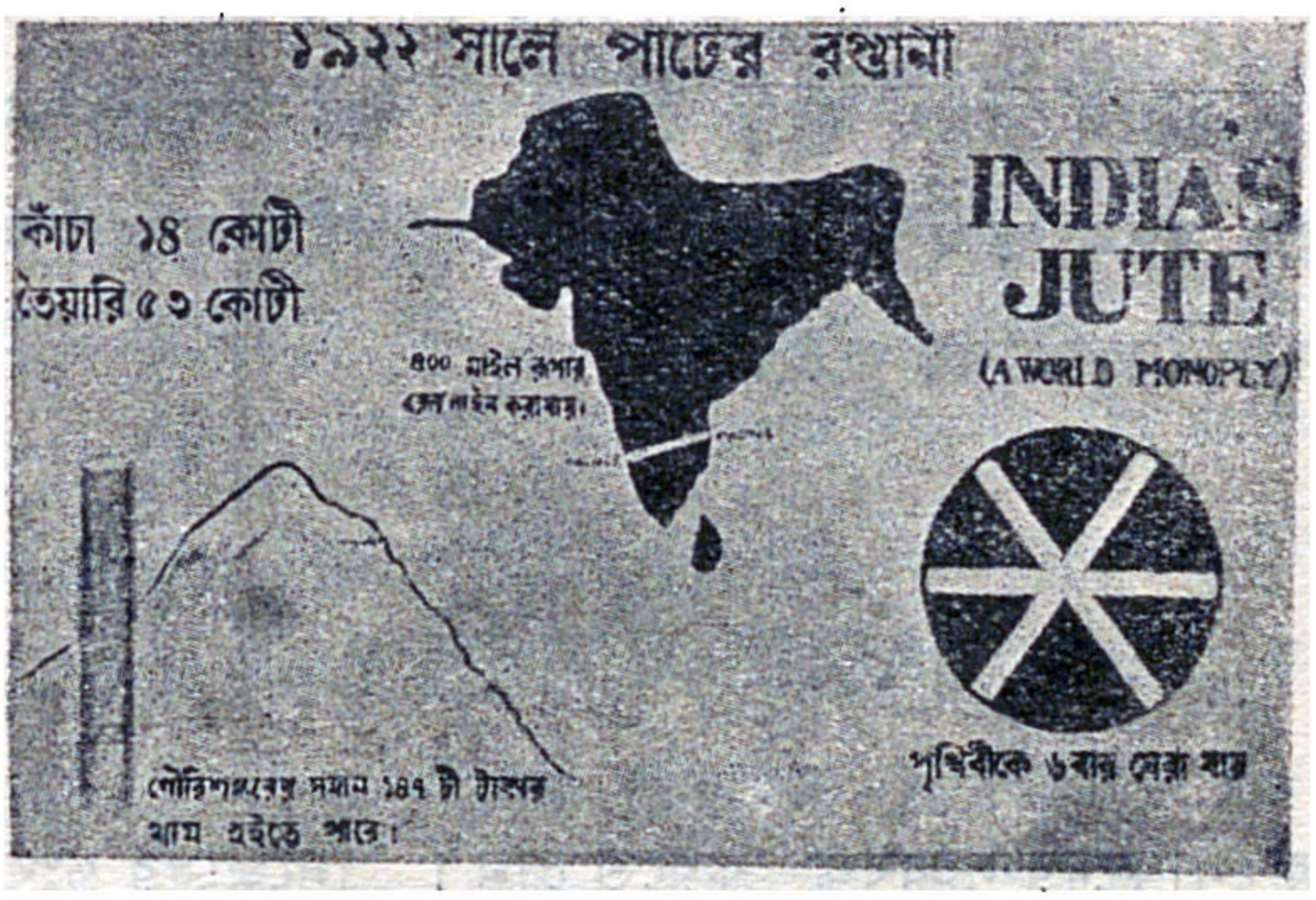

তাইত কংগ্রেস সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন—ও ভাই চাষী, আমাদের কথা শোন। পেটের ভাতের যোগাড় করে বাকি জমিতে পাটের চাষ কর। কাঁচা টাকার লোভে যে পাটের চাষ কর বেশী জমিতে—তাতে পাটের টাকা কি তোমার ঘরে উঠে? কিনলে টিন, বিদেশে গেল টাকা, কিনলে লাট্টু মার্কা কাপড়—বিদেশে গেল টাকা, করলে মোকর্দ্দমা, হলে সর্ব্বস্বান্ত। ধান কিনে দিন কাটাতে হয়। পেটে ভাত নেই, ট্যাঁকে পয়সা নেই। এই তো দাঁড়াল;

"এরা না উঠলে মা জাগবেন না। সর্ব্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে কোনও জাতি কোনও কালে কোথাও উঠেছে—দেখেছিস্।" —বিবেকানন্দ।

আবার সেই ধার করা—মহাজনের ফাঁদে পড়া। তাই কংগ্রেসের নেতারা সব বলছেন—পেটের খোরাক, গরুর খড়ের যোগাড় রেখে বাকি জমিতে পাট চাষ কর। পাট আজকের বাজারে এমনি দরকারী জিনিষ যে, এক বিঘা চাষ করেও, দুই বিঘার পাটের দাম পাবে। আর যা উৎপন্ন হয় সমবায় প্রণালীতে সেগুলি বেচবার জন্য মহকুমায় মহকুমায় ব্যাঙ্ক কর। লাভের অংশ বাড়বে। সুখের মুখ দেখবে। সবাই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সমবায় প্রণালীতে যদি তিনমাস আটকে রাখতে পার; তাহা হইলে জগৎ জুড়ে হাহাকার পড়ে যাবে। নাকে খত দিয়ে সবাই তখন তুমি যা দাম বল্‌বে সেই দামে তারা কিনে নেবে। এমনি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাট।

কংগ্রেস চান কি?

দেশের লোকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চান। নিজেদের দুঃখ নিজেরাই দুর করবো। পরমুখাপেক্ষী থাক্‌বো না। সংহতি শক্তি দ্বারা দেশের দুঃখ দূর করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

মন্ত্রী হয়ে দেশের দুঃখ দূর করা যেতে পারে না। গণ্ডীর ভিতরে গেলেই আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রের পাকে পড়তেই হবে।

যারা তাদের সঙ্গে ভাব করে মিষ্ট কথায় দেশ উদ্ধার করিবার আশ্বাস দেয় তারা ফন্দীবাজ!

"শত প্রকারের বিরোধ, বাদ বিসম্বাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়।"

—দেশবন্ধু।

সাবধান ! সাবধান !!

তাদের প্রাপ্পায় মজিও না—মজিও না

কংগ্রেস আত্মশক্তির উপর প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে চান—সকলে কংগ্রেসের আদর্শ ধর। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোল।

কাপড়ের কথা

সেদিন মোহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও সূক্ষ্ম কাপড়ের প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষ চিরকাল তার মসলিনের জন্য বিখ্যাত ছিল। জেমস্ টেলারের উদ্ধৃত "প্লিনি (২০০ খৃঃ পূঃ) ইজিপ্ট ও আরব হইতে কি কি আমদানী হইত তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া ঢাকার মস্‌লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।" প্লিনির বই পাঠে আরও জানা যায় যে, ভারতবর্ষ নিজের কাপড় নিজে ব্যবস্থা করে—পৃথিবীকে কাপড় পরিয়েছে! ইতিহাস এখনও সাক্ষ্য দেয়, গ্রীস ও রোম রাজ্যের রাণীরা ভারতের মস্‌লিন পরে বড়ই গৌরব বোধ কর্‌তেন। ভারতের কার্পাশ-শিল্পের খ্যাতি যখন জগৎ জোড়া তখন ইংরাজ নামে কোন জাতি ইতিহাসে স্থান পায় নি। তখন হয়তো ইংরাজের পূর্ব্বপুরুষেরা ল্যাংটো হয়ে কাঁচা মাংস খেয়ে দিন কাটাতো।

জগতে সবচেয়ে বেশী তূলা হয় আমেরিকায়—তারপর ভারতবর্ষে। ভারতে এত তূলা হয় যে, তার তিন ভাগই তেত্রিশ কোটী ভারতবাসীর

"উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে
তাও যদি হয় হোক্‌রে কপালে
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ
তবে সে জাগিবে ভারত সন্তান।" —শিবনাথ।

পক্ষে যথেষ্ট। তাই ভারতবর্ষ চিরকাল নিজের কাপড় নিজে জুগিয়েছে —শুধু তা নয়, কেপ অফ গুডহোপ থেকে কোরিয়া অবধি (Travels of Marcopolo) এবং স্থলপথে পারস্য, প্যালেষ্টাইন, আরব, মিশর, গ্রীস ও রোমকে সুন্দর সুন্দর কাপড় পরিয়েছে।

এই সেইদিন ১৬৭১ সালে ইংরাজ যখন বাংলার সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করলে, তখন তারা বেচবার জন্যে আন্‌তো সামান্য পশমের ও সিল্কের জিনিষ, আর নিয়ে যেতো কোটী কোটী টাকার খদ্দর (Pitt's despatch). তাই কাপড়ের ব্যবসাটী আয়ত্ব করবার জন্যে ইংরাজেরা খুব সচেষ্ট ছিল। জালিয়াৎ ক্লাইভের ছল চাতুরীর জোরে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে, বাংলা অধিকার করেই, ইংরাজ বণিকদল ভাবতে লাগল কি করে ছলে, বলে, কৌশলে (political weapon—Hunter)—বাংলার এই ব্যবসাকে ধ্বংস করা যায়। এই মতলবে বাংলার বুকে অত্যাচার আরম্ভ করে দিলে।

প্রমাণ

ঢাকা কালেক্টারের পত্র

লক্ষ্মীপুর এবং ঢাকার কুঠির গোমস্তারা কুঠি হইতে তামাক, তুলা লোহা এবং অন্যান্য দ্রব্য বাজার অপেক্ষা অধিক দরে কিনিতে বাধ্য করে এবং পরে বলপ্রয়োগে তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করে .....অনেক স্থানে মিষ্টার চেভালিয়র জোর করিয়া নূতন কারখানা বসাইয়াছেন এবং জাল সিপাহী রাখিয়াছেন, তাহারা যাহাকে ইচ্ছা ধরে আর জরিমানা করে। তাঁহার জবরদস্তিতে অনেক হাট ঘাট এবং পরগণার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। (১৭৬৬)

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি ত মেষ।" —দ্বিজেন্দ্রলাল।

এতে তো কার্য্যসিদ্ধি হল না, তখন ইংলণ্ডে যাতে ভারতের কাপড় না চলে তাই নানা অবৈধ আইন (Lawless law) পাশ করতে লাগল,

নজির ৪—ভারতবর্ষের ইতিহাসে মিল সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত

এইরূপ না করিলে, শুল্ক দ্বারা ভারতীয় বস্ত্র বিলাতের বাজারে প্রবেশের পথ বন্ধ না করিলে ষ্টিমের আবিষ্কার সত্ত্বেও পাইলী ও ম্যানচেষ্টারের কলের চাকা ঘুরিত না। ভারতের শিল্প বলি দিয়াই ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্প উৎপন্ন হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হইত তাহা হইলে এই ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে পারিত। শুল্ক বসাইয়া বিলাতী বস্ত্র ভারতে প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার পথ ভারতবর্ষকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়াই ইংলণ্ডের অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে পারে নাই। ইংলণ্ড, রাজশক্তির অবৈধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার বস্ত্রব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে দাবাইয়া রাখিয়া এবং পরিশেষে শ্বাস রোধ করিয়া মারিয়াছিল যে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট সমান সর্ত্তে টিকিয়া থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই সব চূড়ান্ত অবিচার অত্যাচারের ফলে আজ আমরা ফকীর—আমরা আজ পরের দেওয়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করি।

"মিহি কাপড় পরব না আর
যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড়
পরলে কেমন সাজে।" —রজনীকান্ত।

এই লজ্জার কথা দূর করতে
কংগ্রেস—
আজ ডাক্‌ছেন সবাইকে।

ফিরিঙ্গীরা কুঠী নামধেয় কেল্লা গড়ে গড়ে বাংলার বুকে ভীষণ অত্যাচার করতে লাগলো।

কি লাঞ্ছনা দেখুন !!!

"সমস্ত পণ্য একচেটীয়া করায় দেশের সর্ব্বত্র সকল শিল্পের উপর অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। এমন অবস্থা হয় যে, তাঁতিদিগকে

"ইংরাজ হাতে মারবে না—ভাতে মারবে।"

—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

তাহাদের মাল অপরকে বিক্রয় করিবার জন্য এবং দালাল বা পাইকারের এই প্রকার বিক্রয়ে সাহায্য করিবার জন্য **কোম্পানীর লোক কর্ত্তৃক হামেসা ধৃত করা হইত, কারারুদ্ধ করা হইত, শৃঙ্খলিত করা হইত, চাবুক মারা হইত এবং অত্যন্ত হেয় উপায়ে জাতিনষ্ট করা হইত।"** (বোল্ট সাহেব)

ভাই! একদিনে টপ্ করে বাংলার এতোবড় ব্যবসাটী ধ্বংস কর্‌তে পারে নি, অত্যাচারের পর অত্যাচার করে বাংলার তাঁতিকুলকে পাগল করে তুলেছিল—কি লোমহর্ষণ অত্যাচার! ফিরিঙ্গী মাদ্রাজ থেকে তিলিঙ্গী এনে বাংলার বুকে ছড়িয়ে দিলে, হুকুম হলো প্রতি সপ্তাহে ১১ জোড়া কাপড় দিতে হবে, না দিতে পারায় সে কি লাঞ্ছনা।

১১ জোড়া কাপড় সপ্তাহে! অসম্ভব! (Impossible contract —Burke).

দিন যত যেতে লাগলো অত্যাচার তত বাড়তে লাগলো—তাঁতিদের বাড়ীর **মায়েদের, মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করতে লাগলো।**

ওরে,

বাংলার মায়েদের—মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করে, ঐ বিলাতি কাপড় এদেশে চালিয়েছে। ভাই! ও পরিস্ কোন্ প্রাণে, ভাই পরিস্ কোন্ প্রাণে?

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে—এদেশ তোদের নয়।
এই যমুনা, গঙ্গা নদী তোদের ইহা হ'ত যদি
তবে পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়।"

—গোবিন্দদাস।

অত্যাচার সইতে না পেরে নিরুপায় হয়ে—

একদিন

বাংলার সে বড় দুর্দ্দিন

যখন ৮৮৫৮ তাঁতিরা তাদের বুড়া আঙ্গুলগুলি কুচ্ কুচ্ করে কেটে ফেল্লে! বিদেশীর অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে—নিরুপায় হয়ে মায়ের

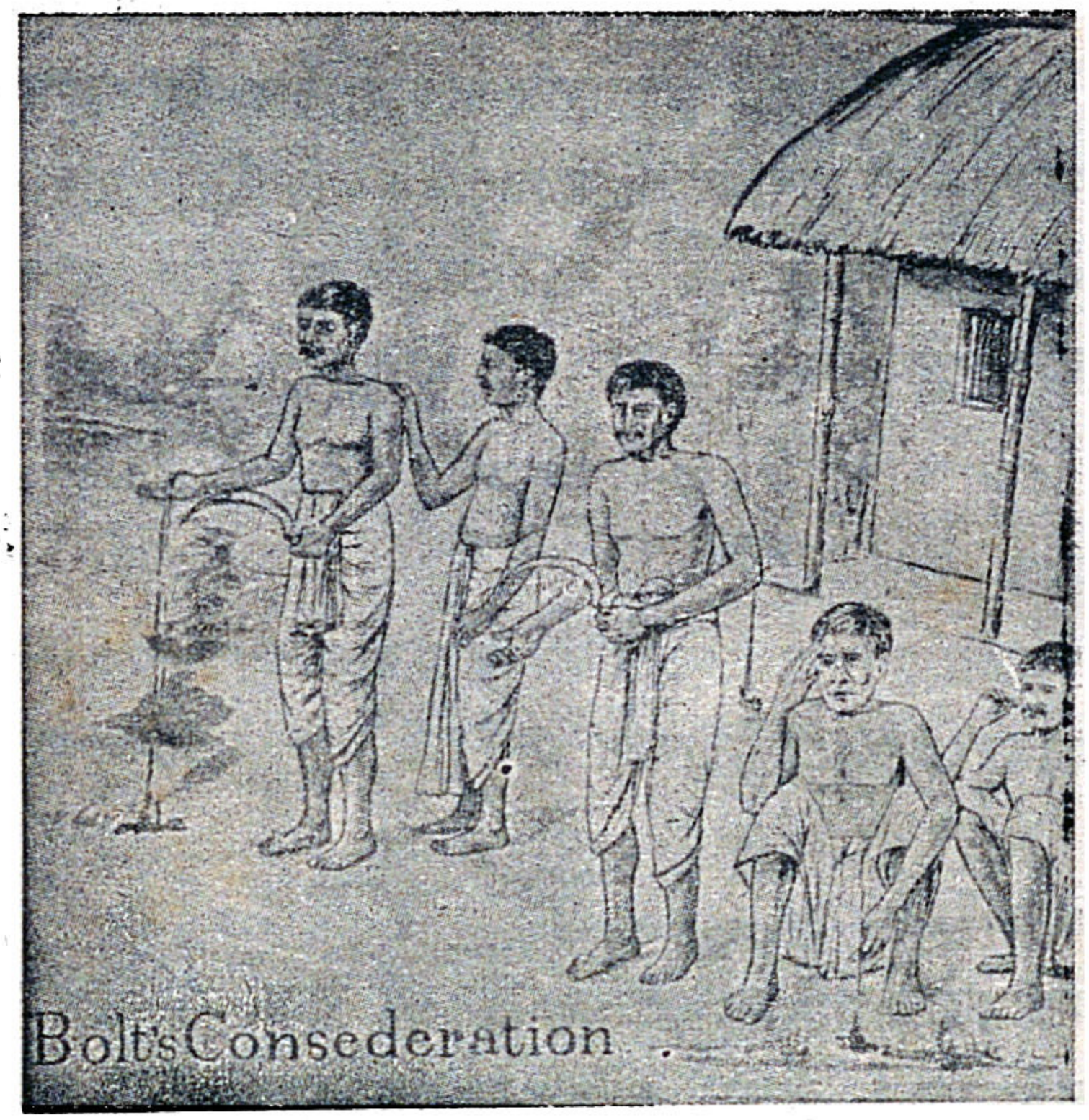

মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করতে, ভাই, সতীত্ব রক্ষা কর্‌তে আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলে, বাংলার বাণিজ্য, বাংলার লক্ষ্মী, বিদেশীর হাতে সঁপে দিলে—সেই দিন থেকে বাংলা ফকীর হলো—লক্ষ্মীছাড়া হলো।

'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণ রেণু বলি
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান।"

—গোবিন্দদাস।

আজও যে,

সেই ৮৮৫৮ তাঁতির আত্মা বাংলার আকাশ বাতাস ভেদ করে কাণে কাণে বল্‌ছে—ওরে মূঢ়! ওরে বাঙ্গালী! কোন্ প্রাণে ওই বিলাতী কাপড় পরিস্। ওরে সতীত্ব নাশা—ছেলেদের রক্তমাখা ও-কাপড় সর্পবৎ, বিষবৎ ত্যাগ কর! ত্যাগ কর! বর্জ্জন কর।

এই অত্যাচারের সময় ছিলেন এদেশে মিঃ ব্রাউন নামে এক সাহেব। তিনি পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটিতে গিয়ে চরকার উপর ট্যাক্স ও অত্যাচারের কথা বলে চরকা রক্ষা কর্‌তে প্রার্থনা কর্‌লেন, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী", তাই বণিক সভা তাঁর কথা গ্রাহ্য ক'রলে না। আশ্চর্য্য এই যে, এত পীড়ন এবং অত্যাচার সত্ত্বেও

১৮১৪ সালে { কলিকাতার বন্দর হইতে ২॥০ কোটি টাকার কাপড় চালান হইয়াছিল।

"শিক্ষা যদি আত্মসম্ভ্রম না জাগায় তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা।"

—মহাত্মা গান্ধী।

কিন্তু

১৯১৪ সালে } বিলাত হইতে ৩৪ কোটি টাকার কাপড় কলিকাতার বন্দরে আসিয়াছে।

ইংরাজ আসবার আগে তো আমরা ল্যাংটা ছিলাম না। ইংরাজেরা এসে আমাদের ল্যাংটা করেছে ভাই! ল্যাংটা করেছে ভাই! মনে পড়ে ১৯১৫-১৬-১৭-১৮ সালের কথা—অমন লজ্জার দিন আর ভারতে আসেনি, এই ১০০ বছরে এতবড় একটী পুরাতন জাতিকে ল্যাংটা করে ছেড়ে দিলে, ছেড়ে দিলে, তোরা বুঝ্‌লিনে, তোরা দেখলিনে—তোরা ভাব্‌লিনে!

আমাদের কাপড়ের ব্যবসা নষ্ট হতে লাগ্‌লো কবে থেকে?

"এই শিল্পের অবনতি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় যখন বিলাতী সূতা প্রথম এদেশে আসিল, তারপর ১৮২৮ খৃঃ হইতে ইহা দ্রুতগতিতে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।" (জেমস্ টেলার)

আগে সূতা কাট্‌তো সবাই।

"আগে এই জেলায় সূতা কাটা সকল অবস্থার এবং সকল শ্রেণীর লোকেরই মধ্যে প্রচলিত ছিল।" জেমস টেলার (১৮৪০)

যেমন বাড়ী বাড়ী উনান থাক্‌তো রান্নার জন্য, তেমনি বাড়ীতে বাড়ীতে একটী করে চরকা থাক্‌তো—যে যখন পার্‌বে সূতা কাট্‌বে বলে। এই সেদিনও পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্ম সূতা কাটা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তাই—ডাক্তার উর ১৮৩৬ সালে সাক্ষ্য দিয়াছেন—

"ঢাকায় সূতা কাটা ও মস্‌লিন তৈয়ারী সেইরকম ভাবেই হইতেছে

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই!
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।" —রজনীকান্ত।

এবং আমার মনে হয় ইউরোপীয় শিক্ষা ও নিপুণতা কখনই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না।"

এতো মাত্র ৯০ বছর আগেকার কথা! এ সূতা কাটতো কে? রোমের মেয়েরা, ইংলণ্ডের মেয়েরা এসে কেটে দিয়ে যেতো?

না—গো—না, বাংলার মায়েরা, মেয়েরাই ঘরে ঘরে বসে অবসর মতো কাট্‌তো, **সাক্ষী চাও?**

"১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রীলোকেরাই সব চেয়ে বেশী ভাল সূতা কাটিতে পারেন। এই কার্য্যে যাঁহারা খুব নিপুণ তাঁহারা **এক টাকা ওজনের তুলায় প্রায় চার মাইল বা ততোধিক দীর্ঘ সূতা কাটিতে পারেন।**" জেমস্ টেলার (১৮৪০ খৃঃ)

ইংরাজ এখনও এমন কোনও কল বার করতে পারেনি যা দিয়ে এতো সরু সূতা কাঁটা যায় কিংবা যাতে অত সরু সূতা দিয়ে কাপড় বুনা যায়। জার্ম্মানীর বিখ্যাত কারল মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লিখেছেন—ইংরাজ আক্রমণই ভারতের চরকা ধ্বংস করে তাঁতগুলিকে অকেজো করে তুলে আজ কুটিরশিল্প বিনষ্ট করে ভারতবাসীকে ফকীর করেছে।

আমাদের দেশের ব্যবসাগুলি ধ্বংস করে নিজেদের ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি যে ইংরাজ গড়ে তুলেছেন সে কথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করেছেন। তাঁরা লিখছেন—

"একথা সত্য যে, আমরা যে অতুল ঐশ্বর্য্য আজ লাভ করেছি, উহা

"যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত—
সেই হিন্দুজাতি সনে
নিশ্চয় জানিবে মনে
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।" —নবীন সেন।

অত্যন্ত নৃশংস এবং ইতিহাসে বিরল; অত্যাচার ও অবিচারের দ্বারা ভারতের বুকে বসেই আমরা উহা আদায় করেছি।"

অত্যাচার যে চূড়ান্ত হয়েছিল তার প্রমাণ ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহ। ও বিদ্রোহ টোটা বা জাতির তর্ক নিয়ে নয়—অত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের আশায় দাঁড়ান'র চেষ্টা। বিদ্রোহের ঝড় তুফান কেটে গেল, দলাদলিতে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে দেশের লোক পরাস্ত হোলে বিদেশী জয়যুক্ত হল। গরীব ভারতবাসীর দায়িত্বে ৭১ কোটী টাকা ধার করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিয়ে ভারতের জমিদারী, রাজত্ব হিসাবে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট গ্রহণ করলেন। দয়াবতী গুণবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী হলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই তাঁর ঘোষণা শুনে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হলেন; কিন্তু পার্লামেণ্টের ব্যবস্থায় যে নায়েব-তন্ত্র মহারাণীর নামে রাজ্য চালাতে লাগলেন তাঁদের দাঁত পূর্ব্বের মতই গৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা, লোভ প্রভৃতি হলাহলে পূর্ণ ছিল। ভারতকে শুষে নিজেরা পুষ্ট হবার প্রবৃত্তি পূর্ব্বের মতোই বাহাল রইল। কাজেই ভারতের কাপড়ের ব্যবসা নির্ম্মম ভাবে নষ্ট করে দিবার চেষ্টা দুরন্ত গতিতে চল্‌তে লাগলো।

"তুই যে রে ভাই সেই বাঙ্গালী
ধনপতির লক্ষপতির বংশ কেন আজ কাঙালী!
দিন থাক্‌তে দিন কিনে নে,
আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থান হারা মান হারা হয়ে থাকবি কি রে চিরকালই।"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

ফলে ইংরাজ রাজত্বের আগমনে ও বিস্তৃতিতে ভারতের কুটীর-সম্পদ চরকার তিরোধ ন হোলো।

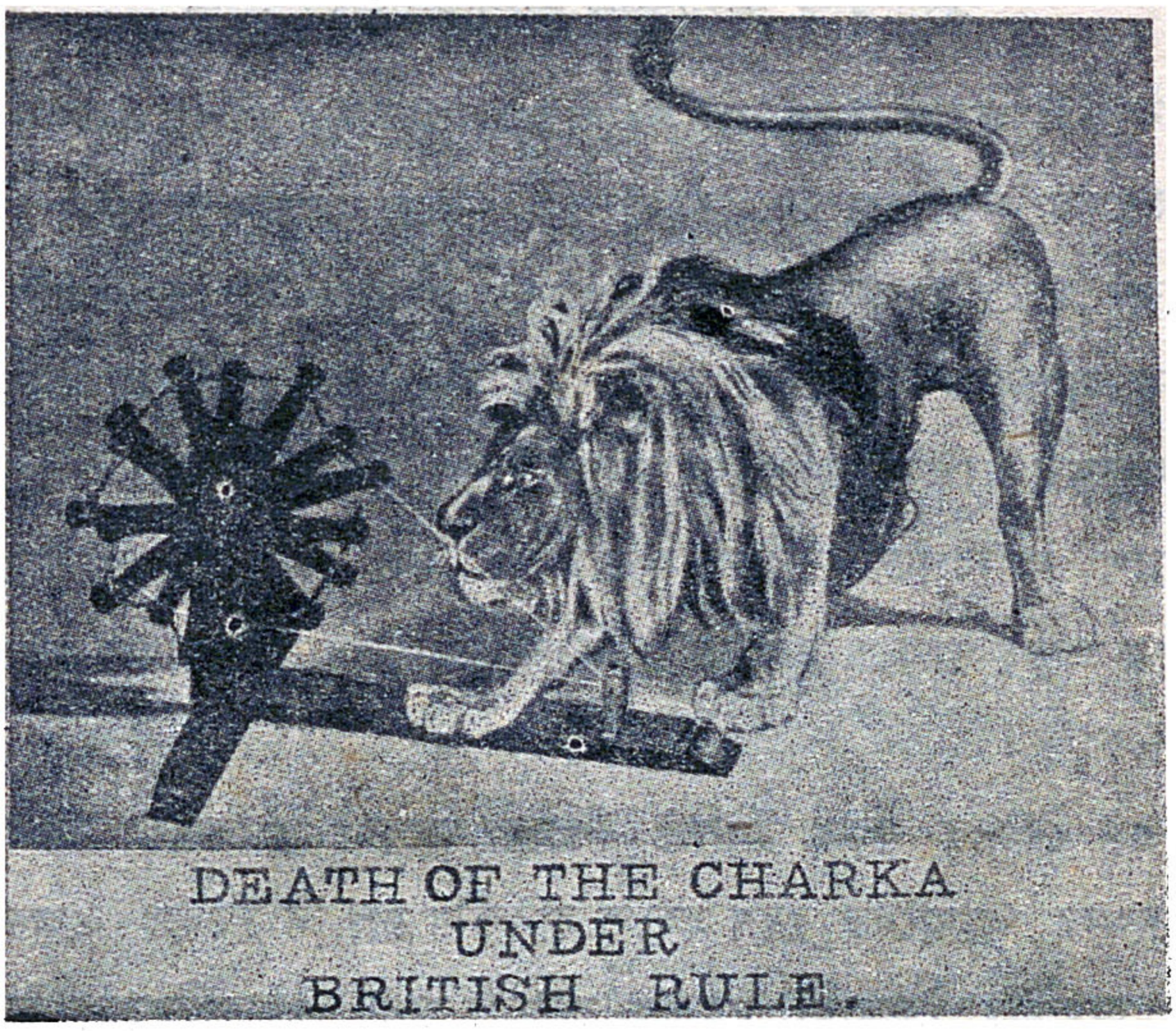

ভারতের কাপড়ের ব্যবসা সহজে লোপ কর্‌বার পথ কি করে সোজা করা হল প্রফেসর রসের কথায় দেখুন :—

"১৮৭৫ খৃঃ হইতে ১৮৮২ খৃঃ মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত শুল্ক তুলিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইলেন। কাজেই জগতে কেবল-মাত্র ভারত সরকারই আমদানী শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইল।"

নিশুল্কে বিলাতের কাপড় ভারতের বাজারে প্রবেশ করে অবাধ প্রতিযোগিতায় দেশী কাপড়ের ব্যবসার টুঁটী চেপে ধরে মেরে ফেল্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হল —

না জাগিলে যত ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"—দ্বারকানাথ।

৪০ নং

সূতার চেয়ে সূক্ষ্ম সূতা

কাটিবার অধিকার ভারতবাসীর নাই।

কাজেই ভারতবর্ষকে এই সব অন্যায় আইনের গণ্ডির ভিতরে ফেলে চিরকালের মত পঙ্গু ও পরমুখাপেক্ষী করে দেওয়া হয়েছে। ভারত বাণিজ্য বিষয়ে যতই কাবু হয়ে পড়তে লাগল—ইংরেজ ততই ফেঁপে উঠতে লাগল। **ইংরেজ বড় হল কবে? যেদিন ভারতের কাপড়ের ব্যবসা হস্তগত করে নিল সেই দিন।** ইংলণ্ড প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করবে কতদিন? যত দিন এই কার্পাস-শিল্পে তাদের প্রভুত্ব থাকবে ততদিন। কাপড়ের ব্যবসাই ইংলণ্ডের মরণ-কাঠি বাঁচন-কাঠি!

এই দেশের সকল বিশিষ্ট শিল্পের মধ্যে বস্ত্র-শিল্পই সর্ব্বপ্রধান। গত বৎসর আমাদের দেশ হইতে যাবতীয় রপ্তানি দ্রব্যের একচতুর্থাংশ এবং যাবতীয় তৈয়ারী মালের রপ্তানী মধ্যে একতৃতীয়াংশ ছিল তুলা হইতে উৎপন্ন জিনিষ।

কাজে কাজেই কার্পাস-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা জড়িত। এবং ইহারই উন্নতির উপর অন্য দেশে আমাদের খাদ্য এবং কাঁচা মাল কিনিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।" —ডেলিমেল, ফেব্রুয়ারী ১২ই (১৯২৪)।

"গঠনমূলক কার্য্য না করিলে দেশের মেরুদণ্ড নির্ম্মিত হইবে না, দেশ স্বরাজ-লাভের উপযুক্তই হইবে না। আমার মতে গঠনমূলক কার্য্যে দেশের আত্মা এবং কাউন্সিলের কার্য্যে দেশের দেহ গঠিত হইবে।"

—মহাত্মা গান্ধী।

অতএব

ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর

৫৬ কোটী টাকার

বিলাতী কাপড় কিনিতে হইবে

তা না হইলে ইংলণ্ড যে অনাহারে মরিবে।

৫৬ কোটী টাকার

বিলাতী কাপড় প্রতি বৎসর

আমরা যে কিনি—কি দিয়ে কিনি?

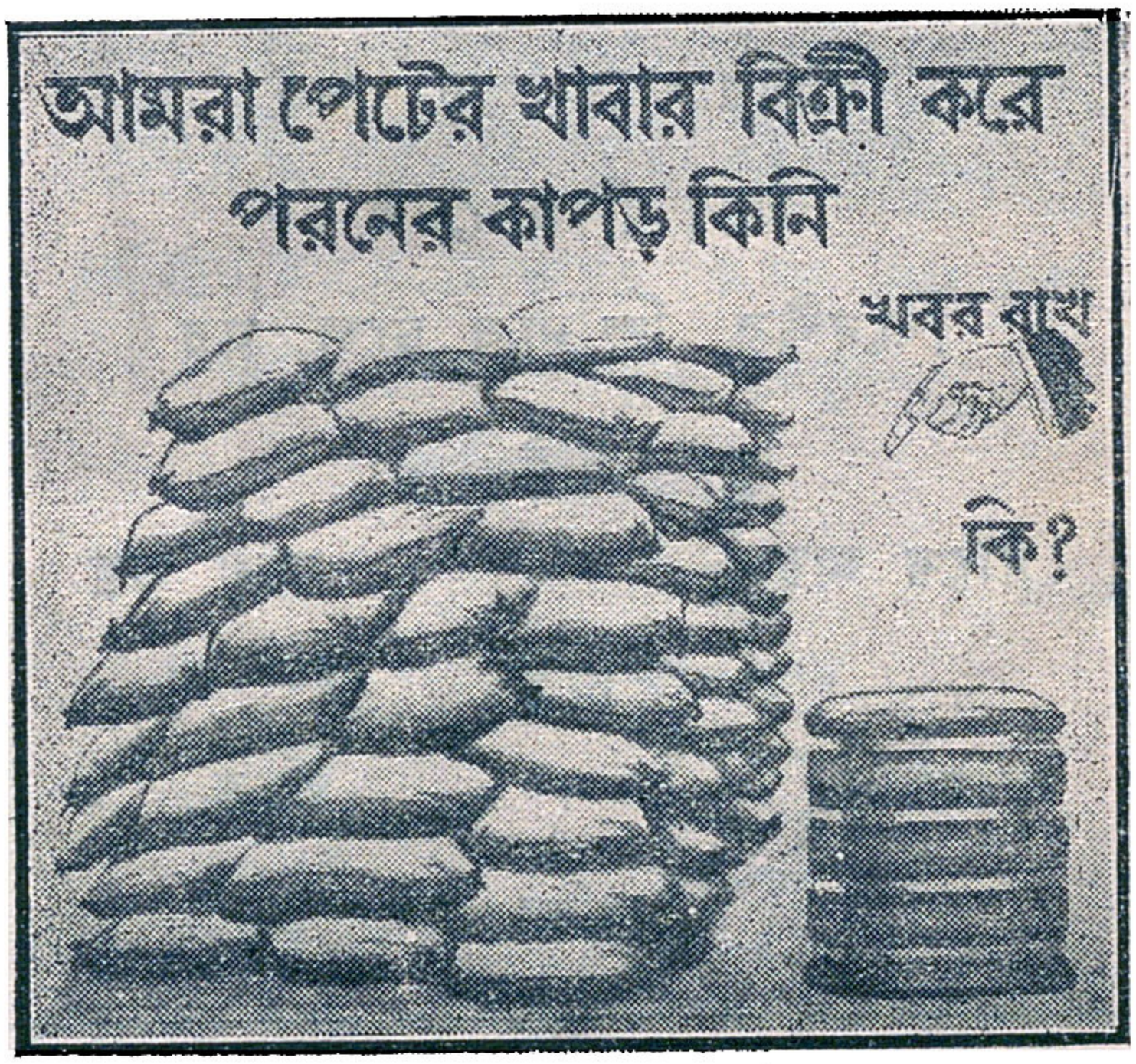

ঘরে আমাদের আছে কি? পেটের খাবার বিক্রী করে কিনি। পেটের খাবার বিক্রী করে পরণের কাপড় কিনে জাতি টিকবে ক'দিন!

তাইত আজ গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে দুঃখ দৈন্য দেখা দিয়াছে। হাটে-ঘাটে-মাঠে কৃষকে কৃষকে বলাবলি করছে—

"দাদা, আছ কেমন ?"

"আছি ভাই ভাল, এই যা কষ্ট অন্ন বস্ত্রের"—

অন্ন আর বস্ত্রেরই যদি কষ্ট হল তবে সুখ কোথায় ?

তাই আজ বাংলার অবস্থা দাঁড়িয়েছে

পেটে ভাত নেই

হাতে কাজ নেই

পরণে কাপড় নেই

ঘরে শিল্প নেই

বিদেশীর জিনিষে চলে ঘর

তাই

গায়ে জ্বর মনে ডর

চাই

কাজ + ভাত −

শক্তি

"ভুলি হিংসা দ্বেষ জাতি অভিমান
ত্রিশ কোটী প্রাণী হয়ে এক প্রাণ
এক জাতি প্রেমবন্ধনে॥"

—অতুলপ্রসাদ।

যেদিন থেকে বিদেশী এসে আমাদের পেটের খাবার রপ্তানী করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে জিনিষের দাম বেড়েছে।

ক'বছর আগে জিনিষের কি দর ছিল এবং
ক্রমে কেমন বাড়ছে দেখুন—

প্রতি টাকায়

	চাল	আটা	সরিষার তৈল
	মণ—সের	মণ—সের	সের
১৭৩৮	২—৩০	২—২০	১২
১৭৫০	২—১০	২—১০	১০
১৭৫৮	১—৩০	১—৩৫	৮॥০
১৭৮২	১—৫	১—৫	৭
১৮২৫	০—৩০	০—৩২	৬
১৮৫৪	০—১৫	০—১৯	৫
১৮৮০	০—১২	০—১১	৪॥০
১৯২৫	০—৫	০—৫	১॥০

"সকল দেশেই একটা ভাল কাজ আরম্ভ করিলে দেশের লোকে প্রথমে গালাগাল দিতে আরম্ভ করে।"

—দেশবন্ধু।

আমাদের দেশ থেকে কম শস্য তো বিদেশে রপ্তানি হয় না।

প্রতি মিনিটে

ভারতবর্ষ হইতে

১১৮ মণ চাউল

৫০ মণ গম

৬০ মণ মুসুর ডাল

৫০ মণ অড়হর ডাল

৬০ মণ চীনে বাদাম

বিদেশে চালান হয় তার খবর রাখ কি ?

গড়ে প্রতিবৎসর আমরা ৬৬ কোটী টাকার বিদেশী কাপড় ও সূতা কিনি! কিন্তু আমরা এই কাপড় কেনার ঋণ শোধ দেই কি দিয়ে ? ঘরে আমার আছে কি ?

গত বৎসর আমরা

৩৩ কোটী	টাকার	চাল	বিক্রী করেছি।
১৪ ,,	,,	গম	,,
১৬ ,,	,,	ডাল	,,
৯ ,,	,,	চিনে বাদাম	,,

বলি পেটের খাবার বিক্রী করে কাপড় কিনে জাতি টিক্‌বে কতদিন !

জাহাজ ভরে ভরে ক্রমাগত

"আগামী ৫০ বৎসরকাল জননী জন্মভূমিই যেন তোমাদের একমাত্র উপাস্য হন। অন্যান্য অকেজো দেবতা ভুলিলেও ক্ষতি নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারত হইতে শস্য রপ্তানি হচ্ছে। বিদেশীর কাছে ঋণ শুধ্‌তে গিয়ে আজ এত অনাহার—হাহাকার।

এমন সময়

মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ

রবে

মহাত্মা গান্ধী এসে বলছেন

চরকা ধর খদ্দর পর

"আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে গলায় ফাঁসী।" —রবীন্দ্রনাথ।

বিদেশী কাপড় কিনে পেটের খাবার বিক্রী করে দিন কাটিও না, রোগ ও দাসত্বে নিজেদের জড়িও না।

৫৬ কোটী টাকার বিলাতী কাপড় যদি না কেন, ৫৬ কোটী টাকার খাবার বাঁচবে। চাল, ডাল, খাবার সস্তা হবে। ৫৬ কোটী টাকার কাপড় যদি কুটীরে কুটীরে তৈরী হয় ঘরে আবার শিল্প জাগবে। লোকের হাতে টাকা, পরণে কাপড়, পেটে ভাত—সবই সম্ভব হবে।

চরকা ধর **খদ্দর পর**

স্বরাজ

যদি পেতে চাও তবে পরণের কাপড় আর পেটের ভাতের জোগাড় কর। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থেক না, আত্মশক্তির সাধনা কর।

কংগ্রেস

এই আত্মশক্তি সাধনার ক্ষেত্র। এসো, সবাই এসো, কংগ্রেসে যোগ দাও—কংগ্রেসকে জয়ী করা মানেই দেশ ও দশকে জয়ী করা।

এই যে ক্রমাগত হাজার হাজার জাহাজ ভরে ভরে খাবার বিদেশে যাচ্ছে এর ফলে হচ্ছে কি ? হিন্দুস্থান গোরস্থানে পরিণত হচ্ছে।

তাই আজ ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে ১৭ জন লোক মারা যায়। প্রতি দিন ২৮ হাজার লোক মারা যায়। এত মৃত্যু জগতে আর কোন দেশেতো নেই। আমাদের প্রাণ কি প্রাণ নয়। তবে আমরাই বা কেন মশার মত—মাছির মত মরি ?

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।" —বঙ্কিমচন্দ্র।

দেখুন জাতি চলেছে কোন্ দিকে !

	১৯০০	১৯১০	১৯২০	১৯২৫
আমেরিকা—	১৭·৫	১৪·৩	১১·৮	৮·৫
ইংলণ্ড—	১৮·২	১৬·৪	১২·৫	৯·৭
ফ্রান্স—	২০·৪	১৮·৫	১৩·১	১১·৫
জার্ম্মানী—	১৯·৫	১৭·২	১৩·২	১২·২
জাপান—	২৪·৫	১৯·৩	১৬·২	১৪·৫
ভারতবর্ষ—	৩০·৫	৩৭·৪	৩৭·৪	১৪·২

এতেই কি রেহাই আছে ?

জাতির শক্তি ও সম্বল যে শিশু—তারা মারা যাচ্ছে কাতারে কাতারে।

শিশুরক্ষাই—জাতিরক্ষা।

শিশুমৃত্যু (হাজারকরা)।

	লণ্ডন	প্যারিস	বারলিন	টোকিও	কলিকাতা
১৯১০	১০০	১১৭	১০২	১৬৪	৩৪২
১৯১৫	৯১			১৫৬	৩৪৮
১৯২০	৭৬	১০৫	৯৩	১৩৬	২৮৪
১৯২৫	৬৬	৯০	৭৮	১০১	৩১৮

"শিঞ্জল দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।" —রবীন্দ্রনাথ।

এই ভীষণ মৃত্যুহারের ফলে

আমাদের গড় আয়ু রোজ রোজ কমে চলেছে

	১৮৯০	১৯০০	১৯১০	১৯২৩	১৯২৫
আমেরিকা—	৪২	৪৭	৫৪	৫৬	৫৬·২
ইংলণ্ড—	৪০·৫	৪৪:২	৪৭	৫০·৭	৫১·৩
জাপান—	?	৩৬	৩৯	৪৩·৩	৪৪·১
ভারতবর্ষ—	?	৩২·৪	২৭·৯	২২·৫	২২·৩

কেন ?

এই কেন প্রশ্নটাই তো বুকে বুকে জাগাতে চাই। লোকের প্রাণে প্রাণে এই "কেন" শব্দটী প্রতিধ্বনিত করাতে চাই। **মরা যেন জাতির অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে!** অবসাদ, আলস্য ছাড়—জাগ—একবার জিজ্ঞাসা কর—**আমরা মর্‌ছি কেন ?**

কংগ্রেস

এই **"কেন"** প্রশ্নের **উত্তর দিতেই দেশকে ও দশকে** ডাক্‌ছেন—আজকে !

আমরা এমন করে অকালে মরছি কেন ? অন্য দেশের লোক যেমন বাঁচছে আমরা তেমনি বাঁচব না কেন ? আমরা তেমনি ক'রে বাঁচতে চাই। এই দাবী ও ব্যবস্থা করতে চান—

"আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী, তাতার, তিব্বত অন্য কব কি ?
চীন ব্রহ্মদেশ নবীন জাপান, তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

—হেমচন্দ্র।

কংগ্রেস

মরছি কেন ? দেশে যে খাবার নেই, বাণিজ্য নেই, টাকা নেই। আমেরিকা, জাপান, ইংলণ্ড সবাই বল্‌ছে "Health is purchasable" "স্বাস্থ্য কেনা যায়।" দেশের লোকের সে পয়সা কৈ ? দেশের লোকের খাবার কই ?

কিছু দিন পূর্ব্বে পাঞ্জাবের স্বাস্থ্য কমিশনার লিখেছিলেন :—

"সম্প্রতি শিয়ালকোটের হৃদয়-বিদারক মৃত্যুহারে আমার ধারণা হয়েছে যে, দরিদ্রের অন্নগ্রাস নৃশংস রূপে কেড়ে নেওয়াই ইহার অন্যতম কারণ, বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ অবাধে গমের রপ্তানি করায় এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বারমাসই একরূপ উপবাস করিতে হয়।"

তিনি আরও লিখেছেন :—

"অন্নাভাবে কেবল যে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে তা নয়, যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদের স্বাস্থ্যও বিশেষরূপে হীন হয়।"

দেশের লোকের হাতে পয়সা নেই, পেটে ভাত নেই, স্বাস্থ্য আসবে কোথা থেকে ? অর্থনীতিজ্ঞ এডাম স্মিথ একস্থলে বলেছেন—

"একটী জাতির সচ্ছলতা তার মৃত্যুহারের দ্বারা প্রমাণিত হয়।"

ভারতে মৃত্যুহার কি প্রমাণ করে ? প্রমাণ করে এই যে দেশে সচ্ছলতা নেই ! তাইতো দেশের এই দুর্দ্দশা !

"Health is purchasable but where is the purchasing capacity of India with SIX PICE income a day per capita."

"দেখে অধীনতা ঘোর কাল রাত্রি
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি,
যাহা কিছু ছিল সকলই হরিল
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি।"

তাই

কংগ্রেস ক্রমাগত বল্‌ছেন বিদেশী জিনিষের ব্যবহার ছাড়, দেশী জিনিষ ব্যবহার কর। **দেশী শিল্পের উন্নতি করো। দেশের পয়সা দেশে থাকুক, বিলাতী বর্জ্জন—স্বদেশী গ্রহণ—এই ব্রত গ্রহণ কর।**

জান ?

গত বৎসর আমরা বিদেশ হইতে

১ কোটী টাকার তাস, ফুটবল প্রভৃতি জিনিষ কিনেছি। ২ কোটী টাকার সাবান কিনেছি। ২ কোটী টাকার আতর সুগন্ধি কিনেছি। ১ কোটী টাকার দেশলাই কিনেছি। ২ কোটী টাকার চুরুট কিনেছি। ৪॥০ কোটী টাকার কাঁচ ও এনামেল বাসন কিনেছি। ৫॥০ কোটী টাকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য কিনেছি। ৬ কোটী টাকার জুতা, মোজা, গেঞ্জী, রুমাল, বোতাম ইত্যাদি কিনেছি।

হয় এগুলি দেশে তৈয়ারী কর, না হয় ব্যবহার বর্জ্জন কর।

রেল পথ

ইংরাজরা বড়াই করে বলেন—তোমাদের রেল দিয়েছি, টেলিগ্রাফ দিয়েছি। বলি ১৫০ বৎসর আগে কি ইংলণ্ডে রেল ছিল ? না পৃথিবীতে ছিল ? **ও সব 'কালের দান', ইংরাজ উপলক্ষ মাত্র।** ১৮১৭ সালে একবার কথা হয়েছিল যে নদ-নদীবহুল ভারতবর্ষকে জলপথে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু যখন রেলের ব্যাপার বাড়তে লাগলো ইংলণ্ডে, বিলাতী লোহা লক্কড় বিক্রয়ের জন্য সে মত বদলেতো গেলোই

"আজকালকার সাম্রাজ্য-মত্ততার দিনে, ইংরেজ নানা প্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত, আমরা তাহার চরণ-তলে বিক্রীত।"

—রবীন্দ্রনাথ।

উপরন্তু ভারতবাসীর নামে ৪৩০ কোটী টাকা ধার করে ভারতের নদ-নদীকে ধ্বংস করে সস্তায় রেলের লাইন চালিয়ে আজ রেলপথ বন্যা, রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যত খাদ্য দ্রব্য ও কাঁচা মাল আছে তা সংগ্রহ করে সস্তায় সমুদ্রতীরে রপ্তানীর জন্য আনা, আর কম মাশুলে বিদেশী জিনিস ভারতের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে কুটীর-শিল্পগুলি বিনাশ করাই রেলের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতি বৎসরই বন্যা হচ্ছে কোন্ দিকে? যে দিকে বেশী রেল হয়েছে। আর স্বাস্থ্যহানিও হচ্ছে সেইদিকে। ডাক্তার বেণ্টলী এটা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেছেন। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ম্যালেরিয়ায় উজাড় হতে চলেছে। একদিকে জমীর ফলন যেমন কমছে—অপর দিকে মৃত্যুহার বাড়্ছে। আমরা রেল চাই না—তা নয়—আমরা Scientific Railroad চাই, যাতে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, জ্বরজাড়ী না বাড়ায়, ব্যবসা, বাণিজ্য না ধ্বংস করে। আমেরিকায় আড়াই লাখ মাইল রেলপথ আছে। কৈ? সেখানে তো নদীগুলি হেজে মজে যায় নি। শিল্প-বাণিজ্য বরং ক্রমে উন্নত হয়েছে। সেটা যে তাদের নিজেদের দেশ, নিজেদের যাতে মঙ্গল হয় সেইরূপ করে গড়ে তুলেছে। বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য ক্রমে উন্নত হচ্ছে—আর আমাদের দেশে যেদিকে রেল বাড়ছে সেদিকেই একে একে দেশী শিল্প মরে যাচ্ছে। যত প্রকারের কুটির-শিল্প ছিল সেগুলি প্রায় ধ্বংস হয়েছে।

Extension of Railroad Means extinction of cottage-industries.

দেশী ঘটি, বাটি, থালার ব্যবসা প্রায় শেষ হয়েছে। গত বৎসর আমরা সাড়ে চার কোটি টাকার কাঁচের জিনিস কিনেছি। এনামেলের জিনিস

"ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি
আজকে সুপ্রভাত!
কসে লাঙ্গল ধর ভাইরে
কসে চালাও তাঁত!" —রজনীকান্ত

কিনেছি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার, আর কাপড় কিনেছি, ৮০ কোটি টাকার।

সকল দেশে ক্রমাগত কাঁচা মালকে পাকা মালে পরিণত (Finished product) **করে টাকা করছে।**

তাই প্রত্যেক দেশেই সম্পদ বেড়ে চলেছে কেবল ভারতবর্ষ ছাড়া।

জন প্রতি ধন

আমেরিকা—৮৬৪০	ইংলণ্ড—৩৫০০
জাপান— ২৮৬০	ফ্রান্স—২৭৯০

ভারতবর্ষ—২৫০

শুধু কি তাই

তারা কাঁচা মাল পাকা মালে পরিণত করেই ব্যবসা বাড়াচ্ছে, তাই জন প্রতি আয় বাড়ছে। আর আমরা কাঁচা মাল বেচে বিদেশীর তৈরী-মাল কিনে—বাণিজ্য হারাচ্ছি, শিল্প হারাচ্ছি, আয় কমে যাচ্ছে, গরীব হয়ে পড়ছি !

জন প্রতি দৈনিক আয়

	১৯১২	১৯১৮	১৯২৬
আমেরিকা	৭।৶০	১০।০	৯৶০
ইংলণ্ড	৩॥০	৪৴০	৩।৴০
ফ্রান্স	৩।০	৪৲	৪॥০
জাপান	৩৴০	৩৸০	৪৲
ভারতবর্ষ	৶১৫	৶৫	৴১০

"বন্ধ দুয়ার দেখবি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয়ত দুয়ার খুল্‌বে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।" —রবীন্দ্রনাথ।

হা দুর্দ্দশা !!

তাই তো ভাবি ১৫০ বৎসরে তবে আমরা পেলাম কি? ধন গেল, প্রাণ গেল, মান গেল—পেলাম কি? **শিক্ষা? আমরা নাকি শিক্ষিত?**

দেখ
দেশ বিদেশে শিক্ষার অবস্থা

১৯২১

শতকরা

ইংলণ্ড ৯৩.৫	**জাপান** ৯৮
বঙ্গদেশ ৯.৫	
আমেরিকা ৯৫.৫	**ফিলিপিন** ৭০.৫

ভাবতেও লজ্জা হয়।

জগত-সভা মাঝে মুখ দেখাবে কোন্ লাজে? ৫০ বৎসর আগে আমাদের কবি গেয়েছেন "চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান" আজ সেই জাপান দেখ উন্নতির কোন উচ্চস্তরে উঠেছে! স্বাধীন দেশ, কাজেই নিজেরা ব্যবস্থা করে জাতিকে গড়ে তুলেছে। প্রত্যেকের মধ্যে মানুষ হবার একটা দাবী জাগিয়ে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে, তাইতো জাপান এত বড়।

"বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান!" —রবীন্দ্রনাথ।

জাপানে ১৩টি গ্রামের জন্য ১৫টী স্কুল, মার্কিণ দেশে ১৫টী গ্রামের জন্য ১৭টী স্কুল, বাংলায় আজ ২টী গ্রামের জন্য মাত্র ১টী করে স্কুল, তার অনেকগুলিই ইন্‌স্‌পেক্টরের আসার দিন ছাড়া বসে না। **ইংরাজেরা এসে কি আমাদের বেশী স্কুল দিয়েছে? মোটেই নয়।**

কোম্পানির ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের সারভেতে পাওয়া যায় যে তখন বাংলায় ৮০০০০ টোল এবং ২১ **হাজার** মক্তাব ছিল? আজ তার অর্দ্ধেকও নেই। আমলাতন্ত্র ষড়যন্ত্র করে ঠিক করেছে যে, শিক্ষা ছড়াবে না। এতো আমার মনগড়া কথা নয়—১৭৯৩ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদের কার্য্যবিবরণীতে দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে ইস্কুল খোলা সম্বন্ধে একজন ডিরেক্টার বলেছেন—"আমেরিকায় ইস্কুল কলেজ করে আমরা ঠকেছি, শিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার ভাব জাগিয়ে আজ আমরা আমেরিকা হারিয়েছি, বাংলাদেশে ইস্কুল খুলে কি আবার সেই বোকামি করব"। ইংরাজের শিক্ষা ছড়ান মোটেই মতলব ছিল না। ১৭৯৩ সালে কেরি সাহেব কলিকাতায় ইস্কুল খোলেন। ইংরাজ শাসকের দল রুদ্রমূর্ত্তি ধরায় কেরি সাহেব তাহা বন্ধ করতে বাধ্য হন। এই সময় চুঁচড়া ও শ্রীরামপুর ছিল ডেনমার্কের রাজার হাতে। কেরি সাহেব ডেন্‌মার্কের রাজার হুকুম নিয়ে শ্রীরামপুরে ইস্কুল কলেজ স্থাপন করলেন এবং শিক্ষা বিস্তার করতে লাগলেন। ইংরাজ শাসকের দল তাদের অধীনস্থ বাংলাদেশের অংশে কিছুতেই স্কুল কলেজ করতে দিল না বরং কেরি সাহেব যদি স্কুল খুলতে চেষ্টা করেন তবে তাঁকে deport করা হবে এই ভয় দেখান হ'ল। যাঁদের মনে এই ধারণা ও সংস্কার আছে যে ইংরেজই বাংলাদেশে ইস্কুল কলেজ খুলে শিক্ষা বিস্তার করেছে, তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে মন থেকে বের করে গঙ্গার জলে ফেলে দিন। ইংরেজ কোন দিনই শিক্ষা বিস্তার করতে চায়নি। কারণ সে হাড়ে হাড়ে জানে যে **শিক্ষা ছড়ানো মানেই স্বাধীনতা প্রবৃত্ত ছড়ান।** আমাদের আঁধারে-অজ্ঞানতায় রাখাই তাদের

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

মতলব! প্রমাণ—**১৫০ বৎসর ইংরাজ শাসনের পরও আজ ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ৫ জন লেখাপড়া জানে।** একে তো শিক্ষা নেই—যে টুকু আছে তাও কুশিক্ষা। ইংরাজ জানে জাতির মন স্কুলেই তৈয়ারী হয়—তাই এমনি ছাঁচে স্কুল ও পাঠ্য পুস্তক সৃষ্টি করেছে যাতে স্বাধীনতা প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়ে কেবল দলের পর দল মেরুদণ্ডহীন—ব্যক্তিত্বহীন—গোলাম ক্রমাগত সৃ হয়। মনকে অসাড় করে ফেলাই ইংরাজের বাহাদুরী। শিক্ষাকে আমালতন্ত্র ছড়াতে চায় না তার প্রমাণ তাদের **বাজেট**। ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য সরকার জনাপ্রতি খরচ করেন মাত্র **দুই আনা** আর পুলিশ নালিসে ব্যয় করেন জনাপ্রতি ৸৵০ আনা এবং শান্তি ও সীমান্ত রক্ষার নামে—তোড় জোড়, গোলা বারুদ, হাজারে হাজারে ফিরিঙ্গী ফৌজ দেখিয়ে ভারতবাসীর মনকে ভয়ে আড়ষ্ট করে রাখতে সরকার বাহাদুর প্রতি বৎসর সযতনে জনা প্রতি ব্যয় করেন ২৷৷৵০ আনা।

দেখ শিক্ষার জন্য জনা প্রতি ব্যয় কোন্ দেশ কত করে।

শিক্ষার ব্যয়

ডেনমার্ক	১৭৲ টাকা
আমেরিকা	১৬৷০
ইংলণ্ড	৯৵০
ফ্রান্স	৯৲
জাপান	৯৲
ফিলিপাইন	৮৲
ভারতবর্ষ	মাত্র ৵০ আনা

"ফেলে দেও বীণা যন্ত্র অন্য যত তন্ত্র মন্ত্র,
গভীর বিষাণ নাদে কররে উদ্দীপনা।
বীর সাজে সাজ ভাই, কর্ত্তব্য করিতে চাই,
দেশের উদ্ধার চাই মনের বাসনা।" —ভুবনমোহন বসু।

তাই বলি, ইংরেজের ভরসায় বসে থেকে লাভ কি? তারা যতটুকু করে দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ দিয়ে—এখন নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নাও। ইংরেজ রাস্তা করে দিবে—তবে তুমি হাঁট্‌বে? ইংরেজ ডাক্তারখানা খুলে দেবে তবে তুমি রোগে ঔষধ পাবে? ইংরেজ পুকুর খুঁড়ে দেবে তবে তুমি তৃষ্ণার সময় জল খাবে? ইংরেজ স্কুল করে দেবে তবে তোমার ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে? **বলি এ দেশটা কার, তোমার না ইংরেজের?** যদি **তোমার দেশ** তবে **তুমি গড়ে নাও,** বিদেশীর ভরসায় বসে আছ কেন? তারা এসেছে ব্যবসা করতে (Commerce is our object in India—Pitt—1772)—দেশের সব চেঁচেঁ পুঁছে নিয়ে যেতে।

তারা যেমন করে পারে ব্যবসা করবে। তারা তোমায় গ'ড়ে মানুষ করে দিতে এ দেশে জগদ্ধিতায় আসেনি।

কংগ্রেস তাই বল্‌ছেন—

নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা কর। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও। বিদেশীর মুখের দিকে আর তাকিয়ে থেক না; দেখলেতো এমন কি ফিলিপাইন দ্বীপেতেও শতকরা ৭০ জন লিখতে পড়্‌তে সক্ষম। আর মার্কিন দেশের নিগ্রোরাও শতকরা ৬২ জন শিক্ষিত। স্বরাজ্যদলের কর্ম্মীরা কাউন্সেলেই হউক কি জেলাবোর্ডে, কি লোকাল বোর্ডে, কি ইউনিয়ান বোর্ডে, কি মিউনিসিপ্যালিটীতে বা কর্পোরেসানে সর্ব্বত্র **শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছেন—দেশের প্রত্যেকের মধ্যে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা রাগিয়ে দেবার জন্য—জাতির চোখ ফোটাবার জন্য।** তবেই স্বরাজ সম্ভব হবে। স্বরাজ কেউ কাউকে দিতে পারে না। স্বরাজ উপার্জ্জন করতে হয়। পরে যা দেয়—তা "পররাজ"—স্বরাজ নয়। তাই কংগ্রেস সবাইকে ডেকে বলছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।"

"আর গোলাম গড়ে থাকিতে চায় না। স্বরাজ গড় গড়িতে—স্বরাজ তন্ত্রের প্রজা হইতে আমার প্রাণ সদাই আনচান।" —ব্রহ্মবান্ধব।

আমরা যে বলছি, আজ দেশে না আছে স্বাস্থ্য, না আছে শিক্ষা, না আছে অর্থ, এটা কি বানান কথা ? না, তা মোটেই নয়। তার প্রমাণ স্যার ডেনিয়েল হ্যামিল্‌টনের উক্তি। তিনি সে দিন লিখেছেন :—

"রোম যেমন একদিন বৃটেন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তেমনি যদি আজ সহসা ইংরাজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলে সে রাখিয়া যাইবে এক শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন দেশ।"

আমলাতন্ত্র পুনঃ পুনঃ চীৎকার করে বলেন, আমাদের নাকি **শান্তি দিয়াছেন !** পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, গায়ে জ্বর চন চন করছে—ঋণের বোঝায় ভারতের কৃষকদল মুহ্যমান, শান্তি কোথায় ? সুখ কোথায় ? তাঁরা বলেন আগেকার মত মারামারি করি না, জমিদারে জমিদারে লাঠালাঠি হয় না, অতএব আমরা শান্তিতে আছি। গায়ে জোর নেই তো মারামারি কর্‌বো কোথা থেকে, আমরা সত্যি কি শান্তিতে আছি ? এ যে প্রাণহীন শান্তি—Emasculated Peace. এ শান্তি আমাদের রোজ রোজ ক্লীব করে দিচ্ছে। **দেশে শান্তি কই ?**

যদিও শান্তি রক্ষার জন্যই বছরে বছরে পুলিশ বাবদ খরচ বাড়াচ্ছেন আমলার দলেরা, তবু কিন্তু রোজ রোজ

	১৯১১	১৯১৮	১৯২২
চুরি—	৩৮৩৫৩	৪০৫১১	৪৪২০৪
ডাকাতি—	২৫১২	৩০৬৪	৫৫৭৪
খুন—	৪৪৩০	৫২৭৩	৬০৬৩
জেল কয়েদী—	১৫৯০০০	১৬৬০০০	১৭৬০৬৩

"পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সেই তিমিরে।"

চুরি-ডাকাতি-খুন

বাড়ছে।

এতেই কি রেহাই আছে ? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্থায়ী এবং দৃঢ় করবার জন্য গরীব ভারতবাসীকে টেক্সতে জর্জ্জরিত করে দক্ষিণ আফরিকার নেটাল থেকে উত্তর চীনের টীন্‌সিন সীমান্ত অবধি কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারতের অন্নহীন বস্ত্রহীন ভারতবাসীর পয়সায় সৈন্য রক্ষা করা হয়। এ ব্যবস্থা সত্যই কি কেবল ভারতকে নিরাপদে রাখার জন্য, না জগৎ জুড়ে British Imperialism এর মর্য্যাদা ও প্রভাব অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য ? তবে ভারতবাসী কেন বোঝা বয়ে মরে ?

আমরা ত খোঁজ রাখি না। ইংরেজ আমাদের ঘাড়ে কি কম বোঝা চাপিয়াছে ?

ভারতের নামে তারা ধার করেছিল

১১৪০ কোটী টাকা, এর মধ্যে

৬০০ কোটী ইংলণ্ডের নিকট ধার, সমস্ত

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতির

জন্যই তো এই ঋণ ?

তবে আজ কেবল গরীব ভারতই কেন শুধতে দায়ী ?

তার এই ঋণের জন্য গরীব ভারতবাসীকে প্রতি

বৎসর ৩৩ কোটী টাকা কেবল সুদ হিসাবে

দিতে হয়, বুঝুন ব্যাপার একবার ?

"স্মরণ রাখিও তুমি অস্ত্র পরিচালনে অভ্যস্ত হইলে জগতের কোন শক্তি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন করিতে পারিবে না।"

—মহাত্মা গান্ধী।

আমাদের নামে ধার করে আমাদের পঙ্গু করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে ও ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলছে। কিন্তু ঋণের বোঝাটী দীন দরিদ্র ভারত-বাসীর ঘাড়েই চাপিয়েছে।

কার উপকারের জন্য ধার ? কে সুদ দেয় ? কে শুধে মরছে ?

এই সব অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে **এক অখণ্ড শক্তি** নিয়ে কংগ্রেস দাঁড়াতে চান—এই সব অবিচার নিয়ন্ত্রিত করছে **একদল**, তাই কংগ্রেস দেশের পক্ষ হতে **এক** হয়ে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চান। কিন্তু ধূর্ত্ত আমলাতন্ত্রের সোণার কাঠি রূপার কাঠি স্পর্শ-মোহে দেশ আজ বিভক্ত। স্বার্থের গন্ধ, অর্থের মোহ, যশের আসক্তির বশবর্ত্তী হয়ে কংগ্রেসের এই **এক শক্তিকে** খর্ব্ব করবার চেষ্টায় Independent Moderate Nationalist Communalist প্রভৃতি দলের সৃষ্টি হয়েছে। আমলাতন্ত্র সঙ্ঘবদ্ধ কোন এক শক্তিকে বড় ভয় পায়—তাই **একদল** ভেঙ্গে বিভক্ত করে নিরাপদে থাকতে চায়। **দেশ ও দশের মুখ ও শক্তি আজ যে কংগ্রেস ইংরেজ তা হাড়ে হাড়ে জানে।** তাই আমলাতন্ত্র ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দলের সাহায্যে কংগ্রেসের শক্তিকে হ্রাস করে নিরাপদে থাকতে চায়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের যাতে **মঙ্গল** দেশ ও দশের তাতে **অমঙ্গল**। বলি, তুমি চাও কি ? মঙ্গল ? না অমঙ্গল ? **তুমি নিশ্চয় মঙ্গল চাও।** যদি দেশের প্রকৃত মঙ্গল চাও তাহলে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোল। কংগ্রেসের মনোনীত কর্ম্মীদের কাউন্সিলে, জেলা বোর্ডে, লোকাল

"বল বীর—
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির।"

—নজরুল ইসলাম।

বোর্ডে, ইউনিয়ান বোর্ডে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে জয়যুক্ত করে দেশের মঙ্গলের দিন শীঘ্র আনয়ন কর। আমরা যত বেশী সংখ্যায় এইসব "দুর্গ"গুলি অধিকার করতে পারব ততই শীঘ্র ভারতে সুদিন ফিরে আস্‌বে—অবিচার অত্যাচারের দিন শেষ হবে। তাই বলি, **কংগ্রেসের শক্তি বাড়াও, কংগ্রেসকে জয়ী করে তোল—** আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রকে বিফল করে—স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথ সহজ কর।

লোকে বলে আন্দোলন করে লাভ কি হয়! অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্র ভারতের আয়ব্যয়ে ব্যবস্থার ধারা বদলেছে এবং যেদিন থেকে কাউন্সিলে কাউন্সিলে স্বরাজ পার্টি দেখা দিয়াছে, সেইদিন থেকে Deficit বাজেট অদৃশ্য হয়েছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে আমলাতন্ত্র অনিচ্ছায় বেশী করে খরচ করতে বাধ্য হচ্ছে। নান-কোঅপারেশন আন্দোলন আসার বহু আগে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১৩ সাল অবধি আমলাতন্ত্র সামরিক ব্যয় যথেচ্ছ ভাবে বাড়িয়াছে কিন্তু ১৯২১ থেকে ক্রমে ক্রমে কমবার লক্ষণ স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে।

দেখুন অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে খরচের
বহর কি ছিল!!

সামরিক ব্যয়—১৯১২		৩১, ৪২, ৯৬, ৫০২ টাকা
” ”—১৯১৫		৩৫, ২৫, ৪৬, ৪০২ ,,
” ”—১৯১৮		৭০, ২৪, ৫৩, ১৫৬ ,,
” ”—১৯২১		৭৭, ৮৭, ৯৮, ০০০ ,,

"দেশে যে একটা নূতন জীবনের, নূতন চিন্তার বহু বঙ্কিম ধারা ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়—ভারতের সত্য সত্যই নব জন্ম হইতেছে।"

—শ্রীঅরবিন্দ।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে খরচ কেমন কম্‌ছে দেখুন !

”	”—১৯২২	৭১, ০০, ৫৮, ০০০ টাকা
”	”—১৯২৩	৬৩, ৯৩, ৭২, ০০০ ”
”	”—১৯২৫	৫৫, ৬৪, ৪০, ২০৮ ”

পেটের ভাত আর পরণের কাপড় যোগাড় কর্‌তে দেশের লোক এতই ব্যতিব্যস্ত যে ঠিক মাকুর মত ছুটোছুটী করে অন্ধভাবে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কি আছে—কি নেই—কি পাওয়া উচিত ছিল—কি পেলাম না তা ভাববার সময়টুকু পায় না এমনি মোহে দুরন্ত বেগে দিন কাটাচ্ছি আমরা।

ঐ তো দেখলাম আমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে শিক্ষা, না আছে পয়সা। আছে কি ? নিজেদের দেশকে নির্ব্বিবাদে সেবা করার শক্তিও আমাদের নাই !

আমাদের দেশকে ভালবাসার অধিকারও নাই

এমন কি আমাদের

দেশকে ভালবাসাও

নাকি

অপরাধ

এমন বিদেশী আমলাতন্ত্রের শাসনে আমরা বাস করি, যেই নিজের দেশের মঙ্গল বা উন্নতি কর্ব্বার জন্য যদি ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে দেশকে

“সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।” —বঙ্কিমচন্দ্র।

ভালবাসতে চাই অমনি আমরা "অপরাধী" বলে সাব্যস্ত হই। আমাদের দেশকে ভালবাসার অধিকার নেই—'TO SEEK FREEDOM IS A CRIME IN INDIA', স্বাধীনতা চাওয়াই নাকি আইন-বিরুদ্ধ। তাইত আজ জনপ্রিয় সুভাষচন্দ্র জেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুরেন্দ্র-মোহন, জ্যোতিষ ঘোষ,—সকলে আজও জেলে—কেন?

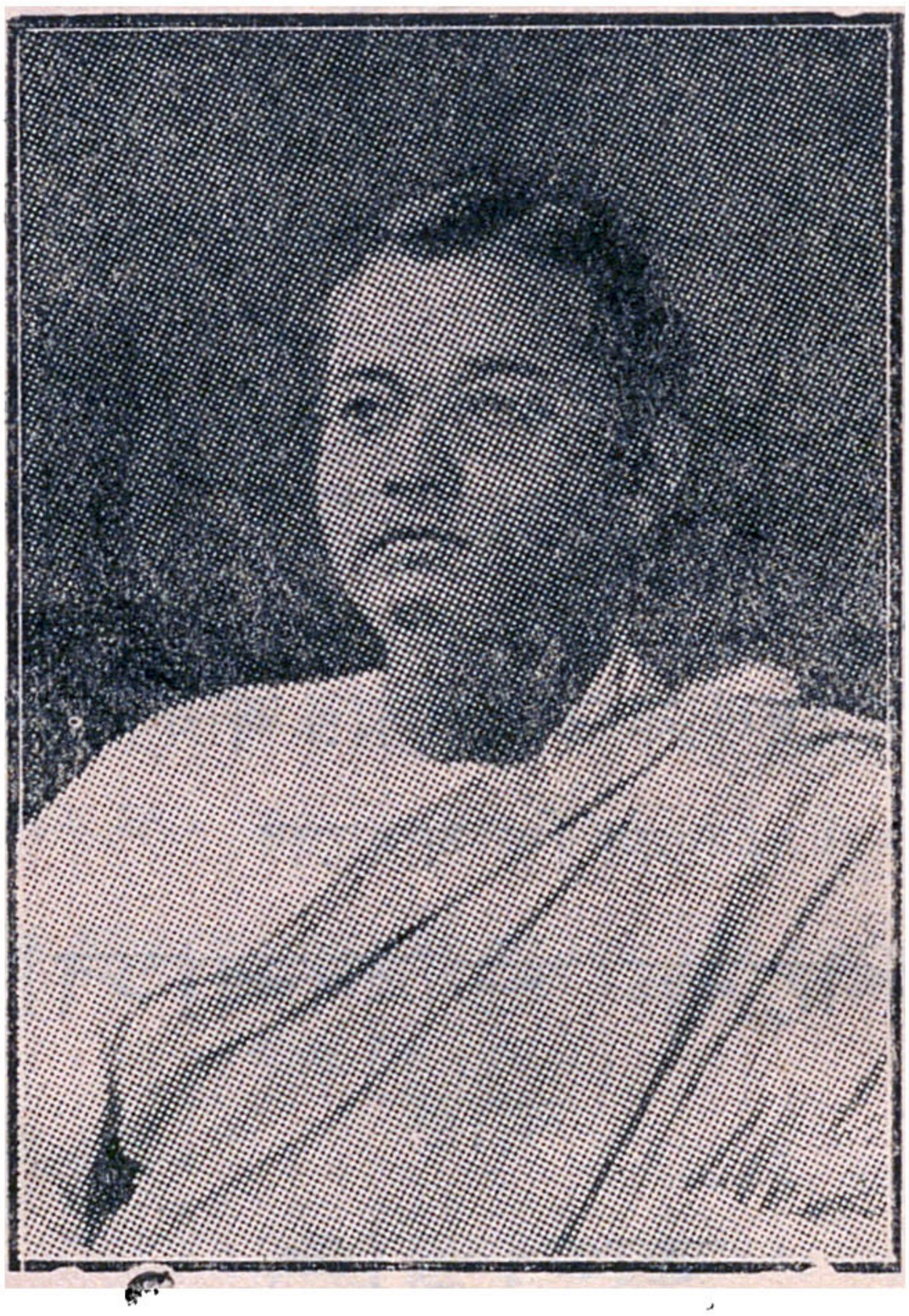

আমলাতন্ত্র যতই বলুক না কেন যে তারা বিদ্রোহী সংশ্লিষ্ট ছিল—

"মরিব তোমারি কাজে বাঁচিব তোমারই তরে
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে।
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার,
যাক্ প্রাণ—যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার।"

—কামিনী রায়।

যারা আজ তাদের জানে তারা উচ্চ কণ্ঠে বল্‌ছে—তারা নির্দ্দোষ। তবে তাদের ধরা হয়েছে কেন? তারা যে দেশকে ভালবাসে—তারা যে লোককে মাতাতে পারে—নিজেরা মানুষ হয়ে দলের ভেতর মানুষ হবার প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিতে পারে। লোকের

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

"এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনা হীন।" —রবীন্দ্রনাথ।

চোখ ফুটিয়ে দিয়ে আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র বেফাঁস করে দেবার শক্তি যে তাদের আছে—তাই তাদের আজ আট্‌কে রাখা হয়েছে। রিফরম্? বলি যেদিন থেকে রিফরম্ এসেছে, দেশী মন্ত্রী হয়েছে—দেশে অত্যাচার অবিচার বেড়েছে না কমেছে? রোজ রোজ কি প্রমাণ পাচ্ছ না যে, আমলাতন্ত্র আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নানা প্রকারে খর্ব্ব ও ক্ষুণ্ণ করে দিচ্ছে? Criminal amendment act, Ordinance এবং Special tribunalএর ব্যবস্থা করে দেশপ্রেম ও দেশসেবাপ্রবৃত্তিকে অঙ্কুরেই বিনাশ কর্চ্ছে !! স্বাধীনতা চাওয়া, দেশকে ভালবাসা, দেশের সেবা করার প্রবৃত্তি আজ আমলাতন্ত্রের চক্ষে মহা-পাপ। পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে', দেশপ্রেমের ব্যাকুলতায় গলে' দেশবন্ধু কাঁদতে কাঁদতে তাই বলেছিলেন—"If love of country is a crime I am a criminal." দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তবে আমি সে অপরাধে অপরাধী—পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় তাইত তিনি বলে উঠেছিলেন—

"মরণের পথে স্বাধীনতার মন্দিরে
যাইতে হয়—"

এ জ্বালা দূর করতে—চাই স্বরাজ-সাধনা !

এ সাধনার প্রথম কথা—পরাধীনতার জ্বালা।

"যে দেশকে ভালবাসিতে পারে না, সে জগতের কাহাকেও ভাল-বাসিতে পারিবে না।" —ডি ভ্যালারা।

"স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয় অমার্জ্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা—নৈরাশ্য অমার্জ্জনীয় পাপ।" —সরোজিনী নাইডু।

কেন এ জ্বালা—কেন এ অস্থিরতা, ব্যাকুলতা? ও যে 'মা'র শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখে! একবার দেখ না মা কি হয়েছেন—

মা যা হইয়াছেন।

"যতবার পড়ে উঠে ততবার
বীরমন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার।" —শিবনাথ।

মা, সোনার বাংলার মা—আজ হৃত-সর্ব্বস্বা, নগ্না, ভগ্না, দুঃস্থা, নিপীড়িতা, নির্য্যাতিতা, মা আজ পাগলিনী-প্রায়! বল, আজ মায়ের দুঃখ যদি মায়ের ছেলে না ঘোচায় ত ঘোচাবে কি বিদেশী? কোন্ প্রাণে ভাই হেসে খেলে দেশের দুঃখে উদাসীন হয়ে দিন কাটাচ্ছ? তাই কংগ্রেস আজ দশের নামে, দেশের নামে সবাইকে ডাকছেন।

ক'টা চাকরি বাকরি পেয়ে, ক'টা বড় বড় সহর পেয়ে ভাবছ দেশ আছে বেশ। টার ম্যাকাডামের বড় বড় রাস্তা, মোটর আর বাসের হুড়াহুড়ী, বিজলী বাতি ও টেলিফোঁর ছড়াছড়ি, হাইকোর্টের বড় বিল্ডিং আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের শ্বেত-সৌধ ইংরাজ রাজত্বের

"যাহারা কৃষিকার্য্য করে, তাহারাই এদেশের প্রকৃত লোক, জাতি বলিতে তাহাদিগকেই বুঝায়।" —দেশবন্ধু।

সচ্ছলতার প্রমাণ নিয়ে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে ? ওগো, ও'ত দেশ নয়—ও'ত জাতি নয় ! দেশ যে পড়ে আছে গ্রামে—গ্রামে যেখানে অনাহার, দারিদ্র্য, মৃত্যু, অজ্ঞতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে আমাদের জাতি। সুখ কোথায় ? শান্তি কোথায় ? একটু মন দিয়ে ভাল ক'রে ভাবলেই বুঝতে পারবে—দেখতে পাবে যে—"We are in a state of war", প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের যুঝতে হচ্ছে - মৃত্যু, অজ্ঞতা, দৈন্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে। কোন্ মোহে তবে আত্মবিস্মৃত হয়ে দিন কাটাচ্ছ ? **আজ জাতি যে বিপন্ন !** বিগত যুদ্ধের সময় যখন ফরাসী বা জার্ম্মান

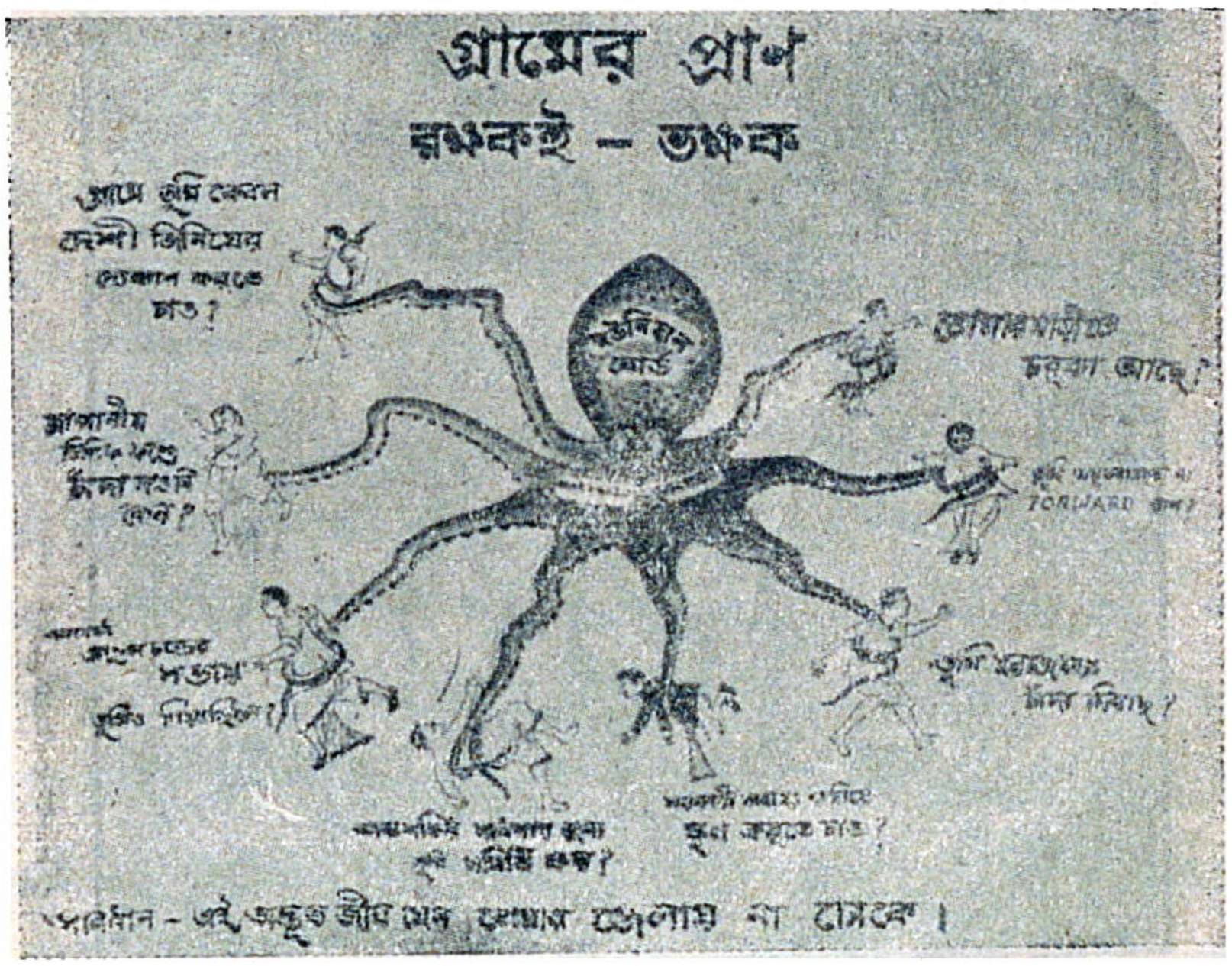

দেশের যুবকেরা টের পেল যে তারা In a state of war, তাদের জাতির মান, সম্ভ্রম, প্রাণ, স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন তারা কি আলস্যে বিলাসিতায় দিন কাটিয়েছিল ? না,—খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়ে, আমোদ বন্ধ

"বর্ত্তমানে শাসন প্রণালী অস্বাভাবিক এবং কৌশলময় দাসত্ব প্রথার দ্বারা ভারতবর্ষকে অধঃপতিত করিতেছে। সর্ব্ব-প্রযত্নে ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।"

—মহাত্মা গান্ধী।

করে দিয়ে মরণ-পণ ক'রে যুদ্ধে লেগে গিয়েছিল! আজ তাইত মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, দেশের নামে জাতির নামে বল্‌ছেন—ডাক্‌ছেন—**ওঠো জাগো দিন যে গেল!** অমন ক'রে দিন কাটাচ্ছ কোন্ মোহে? সহরে চাকরি, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, মাষ্টারী ক'রে নিজেদের স্বার্থের একটা ছোট্ট গণ্ডী তৈয়ার ক'রে ভাবছ—দিন বেশ কেটে যাচ্ছে—বেশ সুখেই বুঝি আছ! কিন্তু একবার বাংলার গ্রামের

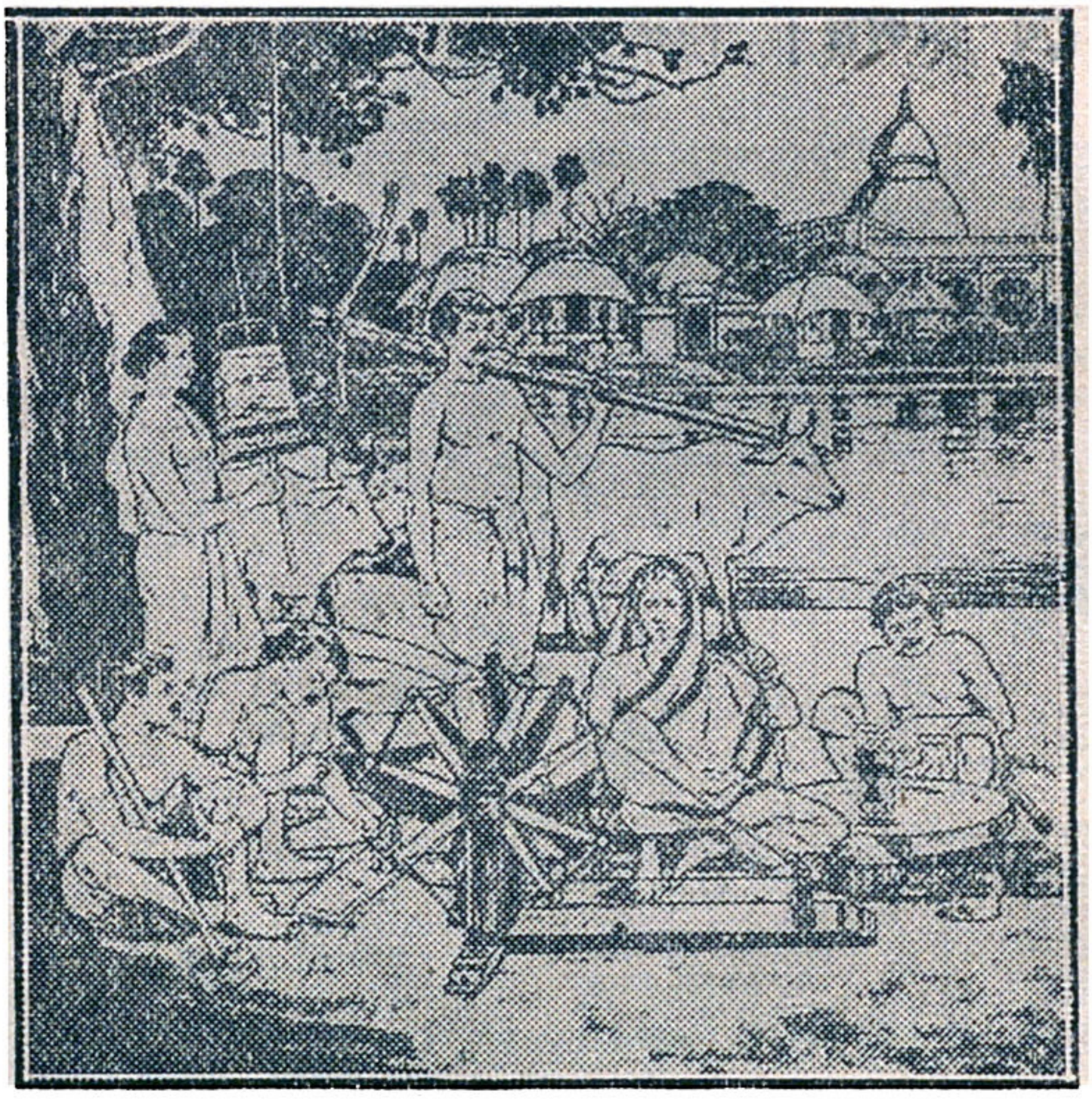

দিকে তাকাও দেখি—গ্রাম গুলো যে উজাড় হ'ল।—এখনও বাংলা দেশে শতকরা ৯৪ জন থাকে গ্রামে—আর ছয়জন মাত্র থাকে সহরে। **গ্রামেই জাতি বাস করে। গ্রামকে বাঁচানই—জাতিকে বাঁচান।** ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ভারতে জাতির

"তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তোমরা বীর হও।"

—স্বামী বিবেকানন্দ।

বিশিষ্টতা যুগ যুগ ধ'রে গ্রামগুলোই বুকে নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজা, সম্রাট, বাদসা, নবাব বদল হয়েছে সহরে সহরে—দিল্লীতে কি মুর্শিদাবাদে—কিন্তু গ্রামবাসী তাদের জীবনের ধারা অটুট ভাবে প্রবাহিত ক'রে বিশেষত্বকে বজায় রেখে এসেছে। **সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর গ্রাম—স্বাবলম্বী গ্রাম—স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিচালিত গ্রাম, সুখের গ্রাম—এই আদর্শ গ্রামের ছবি** আমলাতন্ত্রের আগমন কালেও ছিল। তাইত সেদিনও ১৮৩০ সালের ৭ই নবেম্বরের নথিতে ইংরাজরাই স্বীকার করেছেন—

The Village communities are little republics having nearly every thing they want within themselves and almost independent of foreign relation.

আমলাতন্ত্র যখন ইতিহাসের এই সাক্ষ্য পেল যে, এদেশে জাতির প্রাণ ও বিশিষ্টতা ছিল এবং আছে গ্রামে—তখন থেকে এই গ্রামের প্রাণকে মুচ্‌ড়ে নষ্ট ক'রে জাতিকে বিকল ও পঙ্গু করবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল। আজ এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়নবোর্ড গ'ড়ে গ্রামের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলো যদি সনাতন পঞ্চায়েৎগুলির গণতন্ত্র ও মিষ্ট সামাজিক ভাবের বিশিষ্টতা রক্ষা ক'রে কেবল মাত্র পরিবর্দ্ধিত আকারে আজ আসত তা হ'লে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তা'ত নয়। মতলব এই যে, পুলিস সাহেব ও কালেক্টর সাহেবের চোখের তাগিদের ভেতর রেখে গ্রামের প্রাণ পঙ্গু ক'রে জাতিকে পঙ্গু ক'রে দেওয়া। আজ এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি জেলায় পুলিশ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব প্রত্যেক গ্রামের ভাবনা চিন্তা কল্পনা আশা আকাঙ্ক্ষা সব নখ দর্পণে রেখেছে; এবং প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরদের অনেকস্থলে চর বা

"বাধা বিঘ্ন ছাড়া কোন কার্য্যেই জাগ্রত হইয়া উঠা যায় না। শত প্রকারের বিরোধ, বাদপ্রতিবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে এবং মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়।" —দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

informerএ পরিণত ক'রে আজ গ্রামগুলিকে ভয়ে অসাড় ক'রে ফেলেছে এবং জাতির প্রাণ বিকল করেছে। আমলাতন্ত্র জোর ক'রে এ জিনিষটা আমাদে উপর চাপাতে চেষ্টা কচ্ছে এবং কর্ব্বে—**তাদের মতলবকে বিফল করতে হ'লে** ইউনিয়নবোর্ডে এমন লোক যাওয়া চাই—কি হিন্দু, কি মুসলমান—যারা গ্রামকে এবং দেশকে ওই ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্ব্বে। তাই যারা কেবল গ্রামের মঙ্গল চায়, দেশের মঙ্গল চায়, তাদেরই আমরা নির্ব্বাচিত ক'রে আমাদের জাতীয়তা রক্ষা কর্ব্ব এবং স্বরাজ সম্ভব কর্ব্ব। দেশের মঙ্গল বা গ্রামের মঙ্গল কর্ব্বার ব্রত আজ নিয়েছে কারা, যারা **কংগ্রেসের পতাকার তলে দাঁড়িয়েছে তারাই সত্য এই ব্রত গ্রহণ করেছে। তাই** আমরা গ্রামবাসীদের জানাতে, বোঝাতে শিখাতে চাই—কংগ্রেসের কর্ম্মীকে—কি হিন্দু, কি মুসলমান—ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল বোর্ড, জিলা বোর্ডে পাঠাও; তারাই তোমার মঙ্গল—জাতিয় মঙ্গল—দেশের মঙ্গল রক্ষা কর্ব্বে; কেন না তাদের ব্রত যে তাই।

এই জন্যই **কাকে ভোট দিতে হবে এবং কাকে দিলে দেশের মঙ্গল হবে**—তা দেশবাসী প্রত্যেককে শেখাতে হবে। এই কাজে কংগ্রেস আজ সকলের সাহায্য দাবী কর্‌ছেন।

যেদিন থেকে আমাদের দেশে তৃতীয় পক্ষ স্বরূপ ইংরাজ এসে জুটেছে সেদিন থেকে তারা হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাঁধিয়ে নিজেদের শক্তি ও সাম্রাজ্য দৃঢ় করেছে। যতদিন হিন্দুমুসলমানে ঝগড়া চল্‌বে ততদিন আমলাতন্ত্র নির্ব্বিবাদে রাজত্ব ক'রে যাবে। তাই তাদের চেষ্টাই হচ্ছে—কি ক'রে দলাদলি বাড়াতে পারে। যত দলাদলি বাড়বে—আমরা

"পশুকে দেখিয়া ভীত হইও না, তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা নির্ভীক হইয়া দাঁড়াও।" —স্বামী বিবেকানন্দ।

বিভক্ত হয়ে পড়ব, আমরা শক্তিহীন হব আর তারাও অবাধে স্বার্থ সিদ্ধ ক'রে যাবে। ১৮২১ সালের মে মাসের এশিয়াটীক পত্রিকায় দেখতে পাই, একজন বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারী লিখেছেন :—

'Divide and rule should be our Motto for Indian administration whether Political civil or military.'

অর্থাৎ ভারত শাসনের জন্য রাজনৈতিক, সাধারণ কিংবা সময় বিভাগের জন্য আমাদের ইহাই মূলমন্ত্র হইবে যে, এদেশের লোকদের বিভক্ত করা এবং রাজত্ব করা।

"আমরা সকল জিনিষই যেন স্বরাজলাভ করা পর্য্যন্ত ফেলিয়া না রাখি, কেননা তাহার ফলে স্বরাজও পিছাইয়া যাইবে। কেননা সাহসী ও নির্ম্মল ব্যক্তিরাই কেবল স্বরাজলাভ করিতে পারে।" —মহাত্মা গান্ধী।

আজও সেই মন্ত্রের অনুসরণ চল্‌ছে। হিন্দু মুসলমানে বিরোধ লাগিয়ে বিদেশী বণিক নিজ স্বার্থ উদ্ধার ক'রে, আমাদের কাবু ক'রে পুষ্ট হয়ে উঠছে আজ গ্রামে গ্রামে এই বিরোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য আমলাতন্ত্র নিজেরা কম সচেষ্ট নয় এবং কতকগুলি অদূরদর্শী মোহান্ধ স্বার্থপর খয়েরখাঁদের ব্যবহার করে এই বিরোধ-বহ্নি জ্বালাবার চেষ্টা কর্চ্ছে। ও ভাই, দেশকে এই বিরোধের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। **হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান**—ঝগড়া কল্লে পড়তে হবে ফাঁকিতে। কিন্তু লোকদের বোঝাবে কে? তুমি রইলে ব'সে সহরে শোষণের অংশীদার হয়ে দেশ রক্ষা করে কে? তাই বলি গ্রামের দিকে তাকাও—গ্রামকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। দেশবন্ধু তাই জীবনের শেষ দিকে সকল অভিজ্ঞতার ফলে ডেকে বলেছেন—"যদি জাতিকে বাঁচাতে চাও, তবে গ্রামগুলিকে বাঁচাও।" পল্লী-সংস্কার—পল্লী-সংস্কার এই শব্দে তিনি বাংলার আকাশ-বাতাস ভ'রে তুলেছিলেন। পল্লী-সংস্কার বলতে তিনি কেবল জঙ্গল কেটে গ্রাম পরিষ্কার করা বুঝতেন না। পল্লী-সংস্কার বলতে ২।১ টা স্কুল করা কিংবা ২।১ ফোঁটা ওষুধ দেওয়াতেই তাঁর লক্ষ্য শেষ হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সকল সেবা অবলম্বন ক'রে লোকের প্রাণে, দেশের প্রাণে ঢুকে লোকের ভিতরে—দেশের ভিতরে যে জড়তার সংস্কার, যে অবসাদের সংস্কার, ইংরাজের ভরসার সংস্কার, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে মরণ প্রশ্রয় দেবার সংস্কার এসেছে, কিম্বা নিজেদের সকল দুঃখ দূর কর্ব্বার জন্য বিদেশীর দিকে তাকিয়ে থাকার যে সংস্কার এসেছে, এই সব পুরাতন মারাত্মক সংস্কারগুলোকে চুরমার ক'রে ভেঙ্গে দিয়ে নির্ম্মূল ক'রে, উচ্ছেদ ক'রে, আত্মশক্তির সংস্কার হৃদয়ে হৃদয়ে

"জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের সময় নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ-জনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।" —দেশবন্ধু।

প্রতিষ্ঠিত করা। এই আত্মশক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেশের দুঃখ কষ্ট অসুবিধা দূর কর্ব্বার জন্য একটা দৃঢ় সঙ্কল্প, প্রেরণা, উৎসাহ সকল অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবার শক্তি জাগিয়ে দেওয়া—এইটাই ছিল তাঁর চরম উদ্দেশ্য। তিনি জান্‌তেন গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড। গ্রামগুলোকে এই নূতন সংস্কারে গ'ড়ে তুলতে যদি আমরা না পারি আমরা জাতিকে গ'ড়ে তুলতে পার্ব্ব না। তাই আজ বলি গ্রামের দিকে তাকাও। গ্রামের দিকে চলো, গ্রামকে বাঁচাও। গ্রামে গ্রামে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ কর। হ'ল না, হবে না, আক্ষেপের কথা, উপেক্ষার কথা, নিরাশার কথা সব ছেড়ে দাও, ভুলে যাও, উপেক্ষা কর। "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ' !" এই মন্ত্র জপতে জপতে এগিয়ে চল। আজ কালকার দিনে যে সব নেশা এসে আমাদের মাতাল ক'রে তুলেছে, বিলাসিতার নেশা, সামাজিক ঝগড়ার নেশা, মোকর্দ্দমা করার নেশা, সে সব ত্যাগ কর। যেদিন আমরা বিদেশীর বিলাসিতা ছাড়তে পার্ব্ব—মদ মোকর্দ্দমা ছাড়তে পার্ব্ব—সেদিন দেখব তাসের ঘর ভেঙ্গে পরার মত ধপ ক'রে আমলাতন্ত্রের শক্তি ভেঙ্গে প'ড়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই চাই আজ একদল সেবক, একদল ত্যাগী, কর্ম্মী, আর একদল চারণ যারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকের মনে নূতন সংজ্ঞা এবং সংস্কার এনে দিয়ে স্বরাজের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি সহজ ও স্থায়ী ক'রে দেবে। ভারতমাতা সতৃষ্ণ নয়নে একদল কর্ম্মীর আশায় অপেক্ষা কর্চ্ছেন। এক দল কর্ম্মী জীবন আহুতি না দিলে, অর্ঘ্য না দিলে এত-কালের সঞ্চিত জড়তার ও অবসাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না—হবে না।

"প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না, মানুষ জন্মায় সেত হিসাব করিয়া জন্মায় না; না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলেই সে একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে।"

—দেশবন্ধু।

তাই চাই সলিতার মত আত্মদান ! একদল গুটী পোকা না মরলে কি একদল প্রজাপতি হয় ? ভারতমাতা তাই অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন— কবে আমরা জাগবো,মানুষ হবার দাবী নিয়ে জগৎ সভার মাঝে দাঁড়াবো। কংগ্রেসের ডাক শুনে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে মরণ-পণ ক'রে আমাদের নিত্য-সিদ্ধ-অধিকার স্বরাজ লাভে ব্যাকুল হয়ে এসো, এসো মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু স্বরাজ সাধনার যে মন্ত্র দিয়েছেন তা সাধন ক'রে দেশকে শক্তিশালী ক'রে তুলি, দেশকে জয়ী করি। যার **আছে যা, যেটুকু অর্থ যেটুকু শক্তি**

"যতক্ষণ পর্য্যন্ত জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার সমর্পিত না হইতেছে ততক্ষণ আমরা কোন মতেই নিরস্ত হইব না, সন্তুষ্ট হইব না।"

—দেশবন্ধু।

যেটুকু সময় তাই দিয়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করি।
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে লোকের বুকে বুকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া—রোগ, দুঃখ, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত **স্বাধীনতার দাবী নিয়ে দাঁড়াবার সাহস এবং শক্তি** সঞ্চার করে পল্লীসংস্কারের প্রকৃত কাজ সম্পন্ন করি, সকলে মিলে আন্‌তে হবে একটা প্রকাণ্ড বিপ্লব ; মা এসে জাতির মনকে ওলট-পালট করে পুরাতন, প্রাণহীন, মারাত্মক সংস্কারগুলোকে চুরমার করে একটা নূতন সংস্কার ও শক্তি বুকে বুকে জেলে দেবে—এক যুগান্তর আসবে—তখনই ভারতমাতার দুঃখের দিন শেষ হবে—ভারত আবার সোণার ভারত হবে। জগতের সেই উচ্চতম গিরিকন্দর গৌরী-শৃঙ্গ হতে আবার শান্তির সংবাদ, প্রেমের সংবাদ, জীবনের সংবাদ ভারত হতে ছড়িয়ে পড়বে ; কিন্তু—

সে কবে— সে কবে— সে কবে—

যে দিন

আমরা—যুবকের দল দেশের ডাকে কংগ্রেসের আহ্বানে

ভারতমাতার সেবায়

"বন্দেমাতরম্" ব'লে

মরণ-পণ ক'রে লেগে যাব।

"ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।" —দ্বিজেন্দ্রলাল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক
শ্রীজীতেন্দ্র নাথ মিত্র কর্ত্তৃক
১১৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে
প্রকাশিত।
মূল্য—চারি আনা
৪র্থ পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯২৮।
শ্রীপুলীন বিহারী ধর
কর্ত্তৃক
ফরওয়ার্ড প্রেস হইতে মুদ্রিত।